মানভূম সংবাদ

9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99

নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ২১৮ সংখ্যা	পুরুল্যা	১১ নভেম্বর, ২০২৪, সোমবার	২৫ কার্তিক, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 218 Issue	Purulia	11 November, 2024, Monday	25 Kartik, 1431	Price- Rs.3.00	

প্রাথমিকে কেন সুযোগ পাবেন না ডিএলএড পড়ুয়ারা! প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ ডিএলএড (ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন) পড়ুয়াদের প্রাথমিকে সুযোগ দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে রাজ্যের বক্তব্য জানতে চাইল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নির্দেশ, ডিএলএড পড়ুয়াদের নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে অবস্থান জানিয়ে হলফনামা জমা দিতে হবে। তাদের নির্দিষ্ট করে জানাতে হবে, প্রাথমিকে কোন প্রশিক্ষণ থাকলে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। কেন ২০২২ সালে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ডিএলএড প্রার্থীরা সুযোগ পাবেন না। আগামী ডিসেম্বর মাসে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। কয়েক মাস আগে রায় ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার চাকরিতে বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তেরা সুযোগ পাবেন না। উচ্চ বিদ্যালয়ের চাকরিতে তাঁদের ওই প্রশিক্ষণ কাজে লাগবে। আর প্রাথমিকে ডিএলএডরা শুধুমাত্র সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ, শীর্ষ আদালতের নির্দেশে প্রাথমিকের চাকরি থেকে বাদ পড়েন বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তেরা। অন্য দিকে, সুপ্রিম কোর্টের ওই রায় আসার আগে পশ্চিমবঙ্গে ২০২২ সালের টেট এবং প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রথমে পর্ষদ জানায়, বিএড অথবা ডিএলএড যে কোনও একটি প্রশিক্ষণ থাকলেই আবেদন করা যাবে। সেই মতো অনেক বিএড প্রার্থী আবেদন করেন। কিন্তু আদালতের রায় আসার পরে অবস্থান বদলে ফেলে পর্ষদ। ২০২২ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয় বিএডদের। এমতাবস্থায় বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অনেকে দাবি করেন, তাঁরা ডিএলএড কোর্সেও ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরে ওই কোর্স সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে নতুন করে তাঁদের আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হোক। ওই অংশের প্রার্থীদের আবেদনে সাড়া দেয়নি পর্ষদ। শুভ্রাংশু পাঠক-সহ কয়েক জন হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের সওয়াল, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ আসার আগে তাঁরা বিএড ডিগ্রি দেখিয়েছিল। অতএব, সেখানে কারও ভুল ছিল না। কিন্তু এখন যে হেতু বিএড গ্রাহ্য নয় বিকল্প হিসাবে ডিএলএড পড়ুয়াদের সুযোগ দেওয়া হোক। শীর্ষ আদালতে কোথাও বলে দেয়নি উভয় ডিগ্রি থাকলে সংশোধন করে বিকল্প করা যাবে না। পর্ষদ জানায়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই তারা কাজ করেছে। বর্তমান রায় অনুযায়ী ডিএলএড গ্রাহ্য। হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ, এখন যাঁরা ডিএলএড করছেন তাঁরা সুযোগ পাবেন না এমন কিছু বলা রয়েছে?

স্বাস্থ্যের পর শিক্ষাতেও কেন্দ্র-রাজ্য 'সংঘাত'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ কখনও একশোদিনের কাজ কখনও আবাস, বঞ্চনার অভিযোগ বনাম লাগাতার দুর্নীতির অভিযোগ। প্রাপ্য বনাম বরাদ্দ, কেন্দ্র রাজ্য সংঘাত চলছেই। ভোটের মরসুম হোক বা এমনি সময়, কখনও সুর চড়াচ্ছেন পদ্ম নেতারা, কখনও পাল্টা দিচ্ছে ঘাসফুল ব্রিগেড। এমতাবস্থায় এবার শিক্ষাতেও কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদ। বঞ্চনার রেশ রাজ্যের স্কুলেও। ভাঁড়ারের অবস্থা এমনই যে চক-ডাস্টার কিনতে গিয়েও চাপে পড়তে হচ্ছে স্কুলগুলিকে। সোজা কথায়, স্কুলের দৈনন্দিন খরচের টাকা দিতে অপারগ সরকার! সূত্রের খবর, নতুন শিক্ষাবর্ষের ১০ মাস কেটে গেলেও স্কুলে এল না কম্পোজিট গ্রান্টের এক টাকাও। তাতেই বাড়ছে উদ্বেগ। কেন টাকা পাঠাচ্ছে না সরকার? প্রশ্ন ঘুরছে শিক্ষা মহলের অন্দরে। বছরের শুরুতে যে টাকা আসার কথা বছর শেষেও দেখা নেই। এদিকে প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি থেকে শুরু করে হাইস্কুল, সকলেই রাজ্যের কাছ থেকে একটা ফান্ড পায়। প্রাইমারির ক্ষেত্রে অঙ্কটা ২৫ হাজার, আপার প্রাইমারির ক্ষেত্রে অঙ্কটা ৫০ হাজার, হাইস্কুলকে রাজ্য দেয় ৭৫ হাজার টাকা। কম্পোজিট গ্রান্টে এই টাকা দেয় রাজ্য। এই টাকাতেই স্কুলগুলিতে চক-ডাস্টার কেনা থেকে বিদ্যুতের বিল মেটানোর মতো কাজ করা হয়। সোজা কথায় এই টাকাতেই মেটে স্কুলগুলির প্রাথমিক চাহিদা। কিন্তু এবার ১০ মাস কেটে গেলেও স্কুলগুলি সেই ফান্ড পায়নি বলে অভিযোগ উঠছে। আর এই অভিযোগকে হাতিয়ার করেই মমতার সরকারে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ানো রাস্তা আরও প্রশস্ত হল বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের।

এবার হাসিনাকে হাতে চায় ঢাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ শেখ হাসিনাকে ঢাকায় ফেরানোর জন্য ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হওয়ার ভাবনাচিন্তা করছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। রবিবার এ কথা জানিয়েছেন সে দেশের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার নাম সরাসরি উল্লেখ করেননি মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা। তবে জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের সময়ের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন আসিফ। তিনি বলেন, "জুলাই-অগস্ট মাসে গণহত্যা চালিয়ে যাঁরা পালিয়ে আছেন, তাঁদের ধরার জন্য আমরা ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিস জারি করতে যাচ্ছি। এটি খুব দ্রুত হবে। তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা তাঁদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য সর্বোচ্চ পদক্ষেপ করব।" প্রথমে কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং তার পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন— এই দুইয়ের জেরে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের পতন হয়েছিল। ৫ অগস্ট বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসেন হাসিনা। সাময়িক ভাবে আশ্রয় নেন ভারতে। মাঝ অক্টোবরেও বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছিল, হাসিনা 'নিরাপত্তাজনিত কারণে' ভারতে এসেছেন এবং এখানেই আছেন। তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত হাসিনার ভারত ছাড়ার কোনও তথ্য জানা যায়নি। ইন্টারপোলের মাধ্যমে নোটিস জারি করার অর্থ, ইন্টারপোলের সদস্য প্রতিটি রাষ্ট্রকে সতর্ক করে দেওয়া। ইন্টারপোলের একাধিক রঙের নোটিস রয়েছে।

কিস্তওয়ারে তিন জওয়ান জখম জঙ্গিদের গুলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ রবিবার সকাল থেকে উত্তপ্ত কাশ্মীর। দু'টি পৃথক জায়গায় সেনা অভিযান চলছে। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জখম হয়েছেন তিন জন জওয়ান। তাঁদের উদ্ধার করা হয়েছে। বেশ কয়েক জন জঙ্গি এলাকায় আটকে রয়েছে বলে খবর। তাদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন নিরাপত্তা আধিকারিকেরা। কিস্তওয়ারের জঙ্গলাকীর্ণ চাস এলাকায় রবিবার সকাল সকাল হানা দেন ভারতীয় সেনা এবং ১১ রাষ্ট্রীয় রাইফেল্‌স বাহিনীর সদস্যেরা। গত ৮ নভেম্বর এই এলাকাতেই দু'জন গ্রামসুরক্ষা জওয়ানকে (ভিলেজ ডিফেন্স গার্ড) খুন করা হয়েছিল। গোপন সূত্রে সেনাবাহিনী জানতে পারে, ওই খুনে অভিযুক্ত জঙ্গিরা এই জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। তার পরেই রবিবার সকালে অতর্কিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই শুরু হয়েছে সকাল থেকেই। এনকাউন্টারের ফলে ওই এলাকায় জঙ্গিরা আটকে পড়েছে বলে খবর। সেখানেই জঙ্গিদের গুলিতে তিন জওয়ান জখম হন। অন্য দিকে, শ্রীনগরের হারওয়ান এলাকাতেও পৃথক সংঘর্ষ চলছে। সকাল ৯টা থেকে সেখানে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। ওই এলাকায় কয়েক জন জঙ্গি গা ঢাকা দিয়ে আছে বলে গোপন সূত্রে জানতে পেরেছিল নিরাপত্তা বাহিনী। তার পরেই অভিযান চালানো হয়। সেখানে কোনও হতাহতের খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে গুলির লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকা। গত কয়েক দিন ধরেই সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ উত্তপ্ত কাশ্মীর। শনিবার পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযানে বারামুলায় এক জঙ্গি নিহত হয়েছে। আরও জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলেছে রাত পর্যন্ত। সন্ধ্যায় বারামুলার সোপোরে এলাকায় হানা দিয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ দল। গোপন সূত্রে তারা খবর পেয়েছিল, ওই এলাকায় জঙ্গিদের একটি দল লুকিয়ে রয়েছে। রাতে জঙ্গিদের সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষণ গুলির লড়াই চলেছে। তাদের গুলিতে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে কাশ্মীর পুলিশ। কাশ্মীর জ়োন পুলিশ সমাজমাধ্যমে এই অভিযান সম্পর্কে লিখেছে, "বারামুলার রামপোরা সোপোরে এলাকায় জঙ্গিরা ঘাঁটি গেড়েছে বলে আমাদের কাছে খবর এসেছিল"।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

বাড়ছে পেঁয়াজের দাম, কেজি উঠেছে ৭০-৮০ টাকাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ ভারতে পেঁয়াজের দাম অনেকটা বেড়েছে। কিছুদিন আগেও যে পেঁয়াজ প্রতি কেজি ৪০-৬০ রুপিতে বিক্রি হয়েছে, পাইকারি বাজারে এখন তার দাম উঠেছে ৭০-৮০ রুপিতে। ফলে ভোক্তাদের অনেকে সংসার চালাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন। মাত্র কিছুদিন আগেই পেঁয়াজের কেজি ৬০-৭০ রুপি ছিল। দিল্লির একজন বিক্রেতা বার্তা সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, পাইকারি বাজার থেকেই তাঁদেরকে বেশি দামে পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে, ফলে খুচরাতেও দাম বেশি পড়ছে। তিনি বলেন, দাম বাড়ায় খুচরা বাজারে বিক্রি খানিকটা কমেছে, কিন্তু বিকল্প নেই বলে মানুষকে কিনতেও হচ্ছে। দিল্লির একজন ক্রেতা ফায়জা বলেন, মৌসুমের কারণে এখন পেঁয়াজের দাম যখন কমার কথা, তখন উল্টো দাম বেড়ে চলেছে। এক কেজি পেঁয়াজ তিনি ৭০ রুপিতে কিনেছেন বলে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'দামের কারণে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ব্যাহত হচ্ছে। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি সবজির দাম কমান, বিশেষ করে সেগুলো, যা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি।' তবে শুধু দিল্লি নয়, পেঁয়াজের দাম বাড়ছে আরেক বড় শহর মুম্বাইয়েও। সেখানকার ক্রেতারাও উচ্চ মূল্যের চাপে পড়েছেন। মুম্বাইয়ের একজন ক্রেতা ড. খান এএনআইকে বলেন, পেঁয়াজ ও রসুন উভয়েরই দাম বেড়েছে। এর ফলে প্রতিটি পরিবারকেই অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। তিনি জানান, তিনি পাঁচ কেজি পেঁয়াজ কিনেছেন, মোট দাম দিতে হয়েছে ৩৬০ রুপি। মুম্বাইয়ের আরেকজন ক্রেতা আকাশ বলেন, পেঁয়াজের দাম অনেকটা বেড়ে ৭০-৮০ রুপিতে উঠেছে, যা কিছুদিন আগেও কেজিপ্রতি ৪০-৬০ রুপি ছিল। তিনি একে শেয়ারবাজারের সূচকের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে এই দামের ওঠা-নামা আছে। তাঁর আশা, পেঁয়াজের দাম শিগগির কমে যাবে। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, পেঁয়াজের দাম বাড়লেও ক্রেতারা তা কিনছেন; কারণ, সাধারণ মানুষের কাছে পেঁয়াজ একটি নিত্যপণ্য। এদিকে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) পেঁয়াজ আমদানির ওপর থেকে শুল্ক-কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করেছে। দেশের বাজারে পণ্যটির দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এনবিআর পেঁয়াজ আমদানিতে শুল্ক-কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের বিষয়ে আজ বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এতে বলা হয়, পেঁয়াজের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ও সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পেঁয়াজ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হলো।

কলকাতার হোটেল ও দোকানের ব্যবসা কমেছে ৭০%

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ কলকাতার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের দুই বর্গকিলোমিটারের মধ্যে শতাধিক হোটেল ও তিন শতাধিক দোকানপাটের ব্যবসা মূলত বিদেশ থেকে আসা অতিথিদের ওপর নির্ভর করে। এই অতিথি সীমান্তের ওপারের বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাংলাদেশিদের আসা কমে যাওয়ায় হোটেল আর দোকানের ব্যবসা ৭০ শতাংশ কমে গেছে। সাংবাদিকরা কলকাতা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট মালিক সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্য মনতোষ সরকারের সঙ্গে কথা বলেছে। তিনি জানান, মার্কিস স্ট্রিটে অবস্থিত তাঁর হোটেলের ৩০টি কক্ষের মধ্যে মাত্র ৪-৫টিতে বাংলাদেশ থেকে আসা অতিথি আছেন। গত জুলাই মাস থেকে হোটেলের এই অবস্থা। মনতোষ সরকার বলেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উচ্ছেদের আগে যেকোনো সময়ে ২৬ থেকে ২৮ জন বাংলাদেশি অতিথি হোটেলে থাকতেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডজনখানেক রুম আছে, এমন অনেক ছোট হোটেল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, একজন বা দুজন অতিথি নিয়ে এসব হোটেল আর চলতে পারছিল না কর্তৃপক্ষ। মনতোষ সরকার বলেন, ২০২১ সালে কোভিডের কারণে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার পর যেমনটা হয়েছিল, ঠিক তখনকার মতো পরিস্থিতি এখন। প্রায় খালি একটি হোটেলে আছেন চট্টগ্রামের রাজেন বিশ্বাস। হোটেলটি আগে তাঁর দেশি মানুষের হাঁকডাকে গমগম করত। তিনি জানান, বাংলাদেশের ঘটনাবলির পর ভারত সরকার নতুন ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে কড়াকড়ি করেছে, সে কারণেই বাংলাদেশিদের কলকাতায় আসা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। রাজেন বিশ্বাস বলেন, 'আমার আগেই ভিসা ছিল, তাই কলকাতায় আসতে পেরেছি। এখন যাঁরা আবেদন করছেন, তাঁদের যদি জরুরি চিকিৎসার কোনো বিষয় না থাকে, তাহলে তাঁদের ভিসা দেওয়া হচ্ছে না। সম্ভবত বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির বিষয়ে উদ্বেগ থেকে ভারত কর্তৃপক্ষ ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান নিয়েছে।' বাংলাদেশের ওই ব্যক্তি আরও জানান, আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে যখন আগে দেওয়া ভিসাগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখন এখনকার এই ১০-১৫ শতাংশ আন্তসীমান্ত চলাচলও বন্ধ হয়ে যাবে। নিউমার্কেটের দোকানগুলোর বেশির ভাগ খদ্দেরই বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ক্রেতা এখানে সাধারণত কমই আসেন। এসব দোকান এখন খাঁ খাঁ করছে। দোকানদারদের আশঙ্কা, বাংলাদেশে যদি অস্থিরতা চলতে থাকে এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যদি ভিসা দেওয়ায় কড়াকড়ি অব্যাহত রাখে, তাহলে এই এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য ধসে যাবে। নিউমার্কেটের দোকান চকো নাট শুধু বাংলাদেশিদের কাছে চকলেট, বাদাম, মসলা, কসমেটিকস বিক্রি করে। ওই দোকানে আগে প্রতিদিন সাড়ে তিন লাখ রুপির পণ্য বিক্রি হতো। এখন বিক্রি নেমেছে ৩৫ হাজার রুপিতে। দোকানের মালিক মো. শাহাবুদ্দিন বলেন, 'মেডিক্যাল ভিসায় যাঁরা আসছেন, তাঁদের কেউ কেউ দোকানে আসেন। কিন্তু যাঁরা এখান থেকে পণ্য কিনে ঢাকায় নিয়ে বিক্রি করতেন, তাঁদের একেবারেই দেখতে পাচ্ছি না।'

সোনা (১০গ্রাম):	৭৬৫০৩
রূপা (১ কেজি) :	৯০৩২৮
ডলার (ইউ এস):	৮৪.৩৬

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৯৪৮৬.৭২
নিফটি—	২৪১৫৯.৮৫
ন্যাসডাক—	১৯২৮০.৫৩
এ.সি.সি—	২২৯০.৫০
ভারতী টেলি—	১৫৬৮.৩০
ভেল—	২৩৯.০৫
এল এন্ড টি—	৫৫০৪.৬০
টাটা মোটর্স—	৮০৫.৭০
টি.সি.এস.—	৪১৪৫.৪৫
টাটা স্টিল—	১৪৭.৫৫
ডাবর—	৫৩১.৫৫
গোদরেজ—	৯৯৩.৮০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৭৫৪.৫৫
আই.টি.সি.—	৪৭৮.২০
ও.এন.জি.সি.—	২৬২.৩৫
সিপলা —	১৫৯১.৭৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৫৪৭.৪০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৮৩১.০০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক-	১২৫৯.৩৫
সেল—	১১৮.৩৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮৪৩.২৫
সিমেন্স—	৭১৩৫.০০
ফাইজার—	৫২৭১.০০
ইউনিটেক—	৯.৯৬
উইপ্রো—	৫৬৮.৮৫
ডা. রেড্ডি—	১২৮১.৮৫
মারুতি—	১১২৭০.২৫
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১১৬১.৫০
টি সি আই —	১১৮২.৩৫
মহানগর টেলি —	৪৮.৬২
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	১৬০.৬৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ১১ নভেম্বর

১৯১৮ প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ হয় এই দিন। ১৯১৪ সালে শুরু হয়েছিল যুদ্ধ। পৃথিবীর বহু অংশে এই যুদ্ধের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধে অ্যালায়েড পাওয়ার একদিকে এবং অন্যদিকে ছিল অ্যাসোসিয়েটের পাওয়ার। যুদ্ধ হয়েছিল মোটামুটি দুটি ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে। এই দুটি শক্তিই চেয়েছিল পৃথিবীতে ক্ষমতা দখল করতে। তবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক খুন হওয়ার পর। এক সার্বিয় নাগরিক তাঁকে খুন করেছিলেন। সেন্ট্রাল পাওয়ার অর্থাৎ জার্মান এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সাম্রাজ্য এর ফলে শেষ হয়ে যায়। যুদ্ধে জার্মানরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই আত্মসমর্পণের কারণেই ফের যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে প্রথম রবিবারটি অনেক দেশে যুদ্ধে মৃতদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। সেদিন তাদের স্মরণে ইংলন্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। প্রখ্যাত নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সারা ভারতে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রথম সারিতে।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২ /৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৬০৮৭

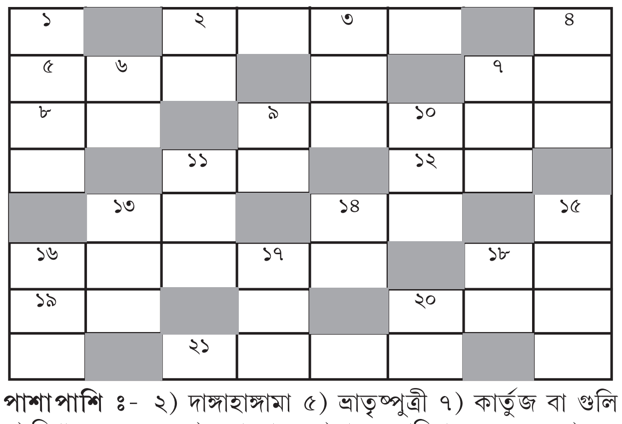

পাশাপাশি ঃ- ২) দাঙ্গাহাঙ্গামা ৫) ভ্রাতৃষ্পুত্রী ৭) কার্তুজ বা গুলি ৮) বিশাল .... বৃক্ষ ৯) তত্ত্বাবধান ১১) গ্রহরত্ন পরিমানের একক ১২) বক্ষ ১৩) বখরী বা ছাগল ১৪) রন্ধন ১৬) নকল ১৮) মজবুত ১৯) সজ্জা ২০) কর্মহীন ২১) অনিমন্ত্রিত।

উপরনীচ ঃ- ১) সূর্য ২) নৌকার চালক ৩) মধ্যম ৪) .... আবুল কালাম ৬) অট্টালিকা তৈরির অন্যতম উপাদান ৭) নলাকৃতির ফাঁপা বস্তুকে জ্যামিতির ভাষায় যা বলা হয় ৯) স্বামী ১০) শঙ্কর মাছের .... ১১) ধোপা ১৩) পরে জন্মেছে যে ১৪) মুখসুদ্ধিকারি এক পাতা ১৫) রক্তসরা মারপিট ১৬) অবশ ১৭) জ্বিহা ১৮) পতঙ্গ ২০) বাঁশ জাতীয় এক প্রকার গাছ।

উত্তর - ৬০৮৬

পাশাপাশি ঃ- ১) দলবদল ৬) সহরত ৮) সাবু ১০) রদ ১১) পক্ষ ১২) তলব ১৪) মাতন ১৫) কাবুল ১৬) তপসে ১৭) হল ১৮) সবি ২০) তন ২১) মওর ২৩) উহাহরণ **উপরনীচ ঃ-** ২) লস ৩) বহর ৪) দরদ ৫) লত ৭) লক্ষন ৮) সাতকাহন ৯) বুলবুল ১১) পতপত ১৩) বল ১৪) মাত ১৮) সওদা ১৯) বিরহ ২১) মউ ২২) তর

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

২৫ কার্ত্তিক, ভাঃ ২০ কার্ত্তিক **১১ নভেম্বর** ২৫ কাতি, সংবৎ ১০ কার্ত্তিক সুদি, ৮ জমাঃ আউঃ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫ ।৫২, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪ ।৫২। **সোমবার,** দশমী দিবা ঘ ২ ।৩২ মিঃ। শতভিষানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬ ।২৯ পরে পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ঘ ৫ ।০ মিঃ। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ঘ ৮ ।৩৬ মিঃ। গরকরণ, দিবা ঘ ২ ।৩২ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ঘ ১ ।২৫ গতে বিষ্টিকরণ। **জন্মে**—কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, প্রাতঃ ঘ ৬ ।২৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ঘ ১১ ।২৩ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ঘ ৫ ।০ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**- দোষ নাই। **যোগিনী**- উত্তরে, দিবা ঘ ২ ।৩২ গতে অগ্নিকোণে। **কালবেলাদি**—ঘ ৯ ।৪৪ গতে ১১ ।২২ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ৯ ।৪৪ গতে ১১ ।২২ মধ্যে। **যাত্রা**-মধ্য পূর্ব্বে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**- দীক্ষা। **বিবিধ**-দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং একাদশীর সপিণ্ডন।

আপনার ভাগ্য

মেষ-বিনিয়োগে লাভ। **বৃষ**-সাধুসঙ্গ। **মিথুন**-পরোপকার। **কর্কট**-উপহার প্রাপ্তি। **সিংহ**-মানসম্মান বৃদ্ধি। **কন্যা**-নামী সংস্থায় চাকুরীরযোগ। **তুলা**-দেহপীড়া। **বৃশ্চিক**- নৈরাশ্য। **ধনু**-তীর্থভ্রমণ। **মকর**-পথে দুর্ঘটনা। **কুম্ভ**-উদ্যম বৃদ্ধি। **মীন**-অতিথি সমাগম।

আগামীকাল

মেষ-শরিকি ঝামেলা। **বৃষ**-চিত্ত বিক্ষেপ। **মিথুন**-সঙ্গীতে সুখ্যাতি। **কর্কট**-সর্পদংশনের ভয়। **সিংহ**-অশান্তি। **কন্যা**-উৎপাত বৃদ্ধি। **তুলা**-সৎকর্ম্মে ব্যয়। **বৃশ্চিক**-হঠাৎ প্রাপ্তি। **ধনু**-ভাগ্যোদ্বয়। **মকর**-মহিলা দ্বারা ক্ষতি। **কুম্ভ**-অর্থ প্রাপ্তি। **মীন**-নীচ সংসর্গ।

জেলায়-জেলায়

সারাই হয়নি রাস্তা, প্রতিবাদে কালভার্টে ওঠার রাস্তা কেটে দিলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১০ নভেম্বরঃ দানা ঘূর্ণিঝড়ের জেরে ভারীবৃষ্টির প্রভাবে ভেঙে গিয়েছিল কালভার্টের একাংশ। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল কালভার্ট সংলগ্ন রাস্তাও। বারবার প্রশাসনিক আধিকারিকরা সেই ভাঙা রাস্তা পরিদর্শন করলেও মেরামতির কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা রাতের অন্ধকারে কেটে দিলেন কালভার্টে ওঠার রাস্তা। যাকে ঘিরে শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী রাজনৈতিক চাপানউতোর।

বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকের ঢেকো গ্রাম পঞ্চায়েতের মুড়ামৌলি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে একটি ছোট নদী। সেই নদীর উপর মন্ডলকুলি থেকে মুড়ামৌলি যাওয়ার রাস্তায় থাকা কালভার্ট দানার বৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ভেঙে যায় কালভার্ট সংলগ্ন রাস্তাও। সে কারণেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই ভাঙা রাস্তা দিয়েই কালভার্ট পারাপার করছিলেন ধানাড়া, মন্ডলকুলি, ঢেকো এবং মেলেড়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ। বারেবারে বিষয়টি জানানো হয় স্থানীয় ব্লক প্রশাসনকে। কিন্তু তারপরেও প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। ক্ষোভ বাড়ছিল এলাকার লোকজনের মধ্যেও। এরমধ্যে রাতেই কেউ কেটে দিল কালভার্টে ওঠার রাস্তা। ফলে কালভার্টের উপর দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। যাঁদের অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন তাঁরাই আপাতত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র এলাকার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিরোধীরা সুর চড়িয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। অবিলম্বে কালভার্টটিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার দাবিতে সরব হয়েছে বিরোধী বিজেপি। যদিও শাসক তৃণমূলের দাবি, জেলায় নির্বাচন চলায় বিধি মেনে উন্নয়নমূলক কাজ থমকে আছে। নির্বাচনী বিধির সময়সীমা শেষ হলেই কালভার্ট মেরামতের কাজ শুরু করা হবে।

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করলে ৭ দিনে টাকা উদ্ধার করে দেব' ঃ শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১০ নভেম্বরঃ উপনির্বাচনের মুখে ফের তৃণমূলকে ভোট না দিলে মহিলাদের সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করার হুমকি শোনা গিয়েছে শাসকদলের নেতাদের মুখে। আর তালডাংরায় উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে তাদের পালটা হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে এক জনসভায় তিনি বলেন, বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হলে সেই টাকা সুদ সমেত ৭ দিনের মধ্যে উদ্ধার করে দেবেন তিনি।

এদিন শুভেন্দুবাবু বলেন, 'বিনপুরের সিভিক ভলান্টিয়ারের আজকে ছবি দিয়েছি আমি। বিনপুর থানার সিভিক ভোট চাইতে যাচ্ছে। বলছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেব। ওর বাপের টাকা? সরকারের টাকা। আমার জেলায় ১৫টা বিধানসভায় হেরেছে। সৌমিত্র খাঁ জিতেছে। আমাদের এলাকায় একটা মা- দিদি- বোনের কোনও ভাতা - টাকা বন্ধ করার ক্ষমতা ওরা দেখাতে পারেনি। আর তালডাংরায় বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য যদি একজন মহিলারও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে শুধু হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাকাউন্ট নম্বরটা দেবেন। সুদ সহ ৭ দিনের মধ্যে যদি আদায় করতে না পারি বিরোধী দলনেতা আর কোনও দিন আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসবে না।' প্রসঙ্গত, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, তালডাংরায় তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারে দেখা গিয়েছে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে। যদিও বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি জানিয়েছেন ঘটনার তদন্ত চলছে তবে সিভিক ভলান্টিয়ারের বাড়ির সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। সম্ভবত তিনি যখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সিভিক ভলান্টিয়ার তখন অন ডিউটি ছিলেন না। সিভিক ভলান্টিয়ারের পোশাকও পরে ছিলেন না।

অবশেষে পূর্ব বর্ধমানের মশাগ্রামে যুক্ত হতে চলেছে বিডিআর ও বর্ধমান হাওড়া কর্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১০ নভেম্বরঃ দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান। অবশেষে পূর্ব বর্ধমানের মশাগ্রামে যুক্ত হতে চলেছে বিডিআর ও বর্ধমান হাওড়া কর্ড লাইন। ফলে বাঁকুড়া থেকে হাওড়ার দূরত্ব এক ধাক্কায় কমবে প্রায় ৪৬ কিলোমিটার। কলকাতার সঙ্গে দূরত্ব কমায় বাঁকুড়া ও পুরুল্যা জেলার বিস্তীর্ন অংশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো-সহ পর্যটনের ব্যাপক উন্নতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বিগত শতকের গোড়া থেকেই বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার রায়নার মধ্যে বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলপথ সংক্ষেপে বিডিআর রেলপথ স্থাপন করে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু বিগত শতকের শেষ কয়েক দশক বিভিন্ন সমস্যা মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। তাতেই জর্জরিত হয়ে পড়ে ওই রেলপথ। বাধ্য হয়ে শেষে ১৯৯৫ সালে ওই রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। ওই বছরই ওই রেলপথকে ন্যারোগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। শেষ অবধি ২০০৫ সালে বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী পর্যন্ত ওই লাইনে ট্রেন ছুটতে শুরু করে। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে তা মশাগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মশাগ্রাম পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার পাশাপাশি লাইনে বৈদ্যুতিকরণের কাজও সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার কারণে মশাগ্রামে লাইনটি বর্ধমান হাওড়া কর্ড লাইনের সঙ্গে যুক্ত না হওয়ায় সরাসরি বাঁকুড়া থেকে কলকাতা যাওয়ার ক্ষেত্রে মশাগ্রাম স্টেশনে ট্রেন বদল করতে হতো। কিন্তু এবার মশাগ্রাম স্টেশনে বিডিআর রেলপথের সঙ্গে জুড়তে চলেছে বর্ধমান হাওড়া কর্ড লাইন। এর ফলে বাঁকুড়া থেকে সরাসরি মশাগ্রাম হয়ে হাওড়া ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকছে না। রেলের তরফে জানা গিয়েছে ১৪ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত মশাগ্রামে ওই দু'টি লাইন সংযুক্ত করা হবে। এর ফলে বাঁকুড়া ও কলকাতার মধ্যে দূরত্ব কমবে ৪৬ কিমি। কলকাতার সঙ্গে দূরত্ব এতটা কমে যাওয়া বাঁকুড়া ও পুরুল্যা জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো ও পর্যটনের ক্ষেত্রে আমূল বদল আসবে বলে আশা স্থানীয়দের।

সিভিকের বাড়িতে বিস্ফোরণে মৃত্যু প্রতিবেশীর, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১০ নভেম্বরঃ ছুটির দুপুরে বাড়ির মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ। রবিবার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বীরভূমের সাঁইথিয়া বিনসে গ্রাম। মৃত্যু হল একজনের। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটিও। বিস্ফোরণের ঘটনা ঘিরে ছড়াল তীব্র আতঙ্ক। জানা গিয়েছে, যে বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে, তা এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। এই ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ওই সিভিকের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর করে। তুমুল উত্তেজনা এলাকায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।

সাঁইথিয়ার বিনসে গ্রামের সিভিক ভলান্টিয়ার দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। জানা গিয়েছে, তিনি সম্প্রতি গ্যাস বেলুনের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। প্রতিবেশী বিপত্তারণ বাগদিও তাঁর সঙ্গে বেলুনে গ্যাস ভরার কাজ করতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে বিপত্তারণকে কাজের জন্য সিভিক ভলান্টিয়ার নিজের বাড়িতে ডেকেছিলেন। বিপত্তারণ যন্ত্র দিয়ে বেলুনে গ্যাস ভরছিলেন, সেই যন্ত্র আচমকাই ফেটে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বাড়ির দরজা,

জানলা উড়ে গিয়েছে। দুর্গাপ্রসাদের সামনেই বিপত্তারণের দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে। তা দেখে সিভিক ভলান্টিয়ার দুর্গাপ্রসাদ বাড়ির ভিতরে ঢুকে যান। এদিকে প্রসাদ ভট্টাচার্যর বাড়িতে বিস্ফোরণের জেরে প্রতিবেশী বিপত্তারণ বাগদির মৃত্যুর খবর পেয়ে অন্যান্য প্রতিবেশীরা রীতিমতো খেপে ওঠেন সিভিক ভলান্টিয়ারের উপর। তাঁরা জড়ো হয়ে বাড়িতে ভাঙচুর চালান। দাবি একটাই, বিপত্তারণের পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে সিভিক ভলান্টিয়ারকে। তাঁর স্ত্রী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক ছেলে রয়েছে। বাড়ির একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে তাঁরা অসহায়। দুর্গাপ্রসাদ তাঁদের দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ তাঁরা সেখান থেকে তুলবেন না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে তাদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান প্রতিবেশীরা।

চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যু, অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১০ নভেম্বরঃ চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠল অশোকনগরে। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতি-সহ খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন চিকিৎসক।

জানা গিয়েছে, গাইঘাটা থানা এলাকার পাট্টাবুকা গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পালের ভাগ্নি অন্তরা পালের বিয়ে হয় অশোকনগর থানা এলাকার সেনডাঙার বাসিন্দা পলাশ পালের সঙ্গে। অন্তরাদেবী তিন-চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। গত ৬ তারিখে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে তাঁকে ভর্তি করা হয় বনগাঁর নার্সিংহোমে। সেখানেই চিকিৎসক মলয়কৃষ্ণ সাহার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা শুরু হয় তাঁর। ভর্তির পর থেকে দুদিন কেটে গেলেও কোনওরকম উন্নতি হয়নি দেখে পরিবার স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ দিয়ে চিকিৎসা করানোর দাবি জানান। কিন্তু ওই চিকিৎসক মলয়কৃষ্ণ সাহা জানান, তিনি প্রয়োজনীয় যা যা করার করছেন। কিন্তু রোগীর ক্রমশ শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। বেগতিক বুঝে নার্সিংহোমের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় রোগীকে বনগাঁ হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে রোগীকে বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হয় বলেও অভিযোগ। কিন্তু সেখানে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অন্তঃসত্ত্বা। এর পরই মৃতের পরিবার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। গোটা ঘটনার কথা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় বনগাঁ থানায়। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন চিকিৎসক মলয়কৃষ্ণ সাহা। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

মেঘনাদ যুদ্ধে জয়ী হননি

এদিকে মুখে জয় শ্রীরাম নবনির্মিত অযোধ্যার রাম মন্দিরে গিয়ে ওবিসি প্রধানমন্ত্রী প্রধান যজমানের ভূমিকায় অভিনয় করলেন, মর্যাদা পুরুষোত্তম রামের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল অথচ মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খন্ডের বিধানসভা নির্বাচন জেতার জন্য রাবণের পুত্র মেঘনাদকে কেন বোরো করে নিয়ে আসা হল অনেকে বুঝতে না পারলেও একটু গভীরে গেলে বুঝতে পারা যায়। মানুষ যখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যান তখন হাতের কাছে যাকে পান তার উপর ভরসা করেন অথবা শত্রু পক্ষেও যদি কাউকে কাজে লাগানো যায় সেই চেষ্টাই করেন। মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খন্ড বিধানসভায় জয় পাওয়ার জন্য মেঘনাদদের কাজে লাগানো হয়েছে যা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। সেই মেঘনাদদের তালিকায় রয়েছে দেশের বড় বড় কর্পোরেট, রয়েছে ইডি, সিবিআই, আয়কর এবং সবার উপরে রয়েছে নির্বাচন কমিশন। দেশের মানুষ দেখেছেন কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের সময় ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তর এক হাজারের বেশী ঠিকানায় রেড করেছে। যাদের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক চাঁদা দেওয়া ব্যবসায়ী এবং বিরোধী দলের নেতারা। ঠিক একই ভাবে তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে ৯০০-র বেশী জায়গায় একই ভাবে রেড করেছে ওই সংস্থাগুলি ঠিক ভোটের আগে। এত কিছু করেও ওই দুটি রাজ্য জিততে পারেনি বিজেপি। বিজেপির কাছে মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খন্ড জেতা এতটাই জরুরী না জিতলে মাথা কাটা যাবে। এই অবস্থায় পড়ে নির্বাচনের সময়েও একই ভাবে বিরোধী নেতাদের এবং যারা বিরোধীদের ফান্ডিং করেন তাদের ঠিকানায় রেড চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি। যে দলটি সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে সেই বিজেপি অন্যের দুর্নীতি খুঁজে বেড়াচ্ছে। আসলে মোদি বা বিজেপি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে এ থেকে বড় মিথ্যা আর কিছু হয় না।

মহারাষ্ট্র বিজেপির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বন্ধু কর্পোরেটদের ২২ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প রূপায়িত করতে হবে। একই ভাবে ১৭ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প যা কর্পোরেট বন্ধুদের হাতে নেওয়া তা রূপায়িত করতে হবে ঝাড়খন্ডে। বিজেপি ওই রাজ্য দুটিতে না জিততে পারলে কর্পোরেটরা যে হাজার হাজার কোটি টাকা বিজেপিকে নির্বাচনী চাঁদা দিয়েছে তা সুদে মূলে ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হবে না। একদিকে উদ্ধব ঠাকরে বলেই দিয়েছেন তারা ক্ষমতায় এলে মুম্বাইয়ের ধারাভি আদানির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন। প্রায় একই ধরণের ঘোষণা ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের। কোন মূল্যেই তিনি আদিবাসীদের উপর অত্যাচার সহ্য করবেন না এবং আদিবাসীদের জমিতে কর্পোরেটদের প্রকল্প হতে দেবেন না। বিজেপি এখানেই পড়েছে ফাঁপরে। রাজ্য দুটিতে জয় না পেলে আমও যাবে, ছালাও যাবে। তাই মেঘনাদকে কাজে লাগানো হয়েছে।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

মানুষের কর্তব্য

কর্ম সম্পাদনে মানুষ স্বাধীন, নাকি পরাধীন

তাতে পুরাতন সঞ্চিতানুসারে স্ফূরণ খুব হ্রাস হয়ে যেতে থাকে।

কৃষকের ভাণ্ডারে কয়েক বছরের শস্য মজুত আছে। এবারে যা উৎপন্ন হয়েছে কৃষক সেই শস্যকে ভাণ্ডারে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন যদি তাকে শস্য বার করতে হয় তাহলে সে নতুন যেগুলি ঢোকানো হয়েছে সেগুলিকেই বার করবে। কেননা সেগুলিই প্রথম দিকে আছে। এইভাবে সঞ্চিতের বিশাল সঞ্চয় থেকে মনের মধ্যে সেই প্রবর্তনা প্রথমে আসবে যা নবতম কর্ম থেকে সৃষ্ট হয়েছে। মানুষের মনে অনেক চিন্তা-ভাবনা থাকে। কিন্তু তার স্মৃতিতে সেইগুলি বেশি জাগরুক থাকে যেগুলিকে সে সম্প্রতি মনোনিবেশ করেছে। একজন মানুষ সাধুদের সেবা করে। কিন্তু কুসঙ্গে পড়ে সে নাটক দেখতে লাগল। ফলে তার সবসময় নাটকের দৃশ্যগুলিই মনে পড়তে থাকবে। মানুষের মনে যে রকম স্ফূরণ সৃষ্টি হয় পুরষার্থ যদি তার প্রতিকূল না হয় তাহলে প্রায়ই সে সেই স্ফূরণ বা বাসনা অনুসারে কাজ করে। সেই কজা থেকে নতুন সঞ্চিত হয়। সেই সঞ্চিত অনুসারে মনে সেইরূপ স্ফূরণ হয় এবং তদনুসারে সে কাজ করে। নাটক দেখার ফলে তারই চিন্তা-ভাবনা হতে থাকল, তাতে আবার দেখবার ঝোঁক হলো। সঙ্গ অনুকূল থাকায় আবার দেখতে গেল। **ক্রমশ...**

করেগা জাত কা বাত,উসকো মারো লাথ

বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

কেন্দ্র সরকারের যে দপ্তরের কাজে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ সেই দপ্তরের মন্ত্রী মহারাষ্ট্র বিধানসভার ভোট প্রচারে বলছেন,জো করেগা জাত কি বাত,উসকো মারো লাথ। মন্ত্রী নিতীন গড়কড়ি মাঝে মাঝে এ ধরণের কথাবার্তা বলেই থাকেন। বিজেপি দলের বেশির ভাগ নেতাই তাকে মোদি বিরোধী বলে জানেন এবং সে কারণে মোদি তাকে সহ্য করতে পারেন না। তার ফল হিসাবে তাকে অনেক কমিটি থেকেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। গড়কড়ি তাতেও দমেননি। অনেকে ভেবেছিলেন লোকসভা নির্বাচনে তাকে হয়ত টিকিট দেওয়া হবে না। সেই সাহস মোদি দেখাতে পারেননি। নাগপুর আর এস এসের শুধু হেড অফিসই নয়,গড়কড়ির লোকসভা আসন এবং তার বাসভূমি। তাকে নিজভূম থেকে রাজনৈতিক ভাবে উৎখাত করা যে সহজ নয় বুঝেই সেই রাস্তা পরিত্যাগ করেছেন মোদি অনেকের ধারণা তাই। গড়কড়ি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও ঠারেঠোরে এর আগেও বহুবার মোদিকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন এবং তা হজম করতে হয়েছে মোদিকে। মহারাষ্ট্র এমন একটি রাজ্য যেখানে দেশের সমস্ত বড় বড় কর্পোরেটদের হেড অফিস রয়েছে শুধু তাই নয়, মুম্বই ভারতের বাণিজ্য নগরী। এই শহরকে বাদ দিয়ে ভারতের মধ্যে দেশের বা বিদেশের শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের পুঁজি বিনিয়োগের কথা ভাবাই যায় না। সেই রাজ্যের একজন প্রভাবশালী নেতাই নয় তিনিও বড় ব্যবসায়ী। তাকে চটালে আখেরে বিজেপি তো বটেই মোদির পক্ষে দেশ চালানো সমস্যার হয়ে উঠবে ওটা যে কোন আনপড়ও বোঝে। সেই অবস্থায় গড়কড়ি কোন মন্তব্য করলে তার জবাব দেওয়া বা তার জন্য তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয় তা মোদি বেশ ভালই বোঝেন। আর সেই কারণেই ভোট প্রচারে এসে মোদি যখন জাত আর মানুষের জাতের অজস্র নাম বলে গেলেন এবং দলের অন্যান্য নেতারাও একই সুরে জাত নিয়ে প্রচার করছেন তখন গড়কড়ি বলছেন তিনি আরএসএস থেকে শিক্ষা নিয়েছেন,সেখানে সবাইকে সমান মনে করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে,জাত নিয়ে বাদ বিবাদের কোন প্রশ্ন নেই। তাই যারা জাতের কথা বলবেন তাদের মুখে লাথ মারা উচিৎ।

গড়কড়ি কার উদ্দেশ্যে এ সব মন্তব্য করলেন সেই প্রশ্ন অনেকের। জাতের কথা ইদানিং কালে সবচেয়ে বেশি বলছে মোদি ও শাহ। তাহলে কাকে লাথ মারার কথা বলা হল। বল তো নিজেদের গোলে ঢুকে যাচ্ছে না? এর আগে কোন দিন কোন প্রধানমন্ত্রী নিজেকে ওবিসি কিনা বা তিনি কোন জাতের সে প্রশ্ন আসেনি। প্রথমবার মোদি ওবিসি তা জানানো হয়েছে। এর পেছনে দলের বা মোদির উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে? বলা বাহুল্য,গড়কড়ির বল মোদির দিকেই নিশানা করা হয়েছে। রাহুল গান্ধী বেশ কয়েকমাস ধরেই জাতি জনগণনার কথা বলে আসছেন এবং পিছিয়ে পড়া,ওবিসি,দলিত,আদিবাসিদের দেশ চালানোর ক্ষেত্রে তাদের জন সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধিত্বের দাবি করে আসছেন। রাজনীতিতে জাতপাত চলছে বহুকাল থেকেই। তবে মোদিকালে তার যে চেহারা দেখা যাচ্ছে আগে তা দেখা যায়নি। যদি কেউ ধরে নেন জাতপাতের পেছনে ভোট ছাড়া অন্য কিছু আছে,তারা ভুল ভাবছেন। যে তাস খেলে দিলে কোন দলের জয় আসতে পারে মনে হয়,সেই দলের নেতারা সেই তাসই খেলবেন। বর্তমান কাল চলছে মোদিকাল। ওবিসি মোদি যদি ওবিসিদের নাম করে ওবিসি ভোট দলের দিকে টানতে না পারেন সেটা তার ব্যর্থতা বলেই মনে করবে দল। সেক্ষেত্রে দলের অন্যান্য নেতারা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও তারা পরোক্ষে ঠিকই সেই বার্তা বাজারে ছেড়ে দেবেন আর গড়কড়ির মত নেতারা প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলে দেবেন। তিনি জাতপাতের বিরুদ্ধে কিনা তা তার ভাষণ থেকে বোঝা যাবে না। তা বুঝতে হলে আরো গভীরে যেতে হবে। গড়কড়ি আসলে মোদিকে চাপে রাখতে চান। তার পেছনে যে কারণ রয়েছে তা হল তিনি যে দপ্তরের মন্ত্রী সেই দপ্তরে দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ। তার তদন্ত হলে মন্ত্রীত্ব পর্যন্ত চলে যেতে পারে এবং এখন যেভাবে তিনি মোদি বিরোধিতায় সরব আছেন সে রকম থাকতে পারবেন না। তিনি এটাও জানেন তার কথায় কেউ জাতপাতের কথা বলার জন্য কাউকে লাথ মারতে যাবেন না। এগুলো কথার কথা তাও সবার জানা।

ভারতীয় রাজনীতি জাতপাতের বাইরে আসতে পারছে না কেন সেই প্রশ্নের কোন উত্তর কোন নেতা দিতে পারবেন না। এক একটি জাতির জন্য এক একজন নেতা বা নেত্রীকে ধরে নেওয়া হয়। রাজনীতি যারা করেন তারা ভেবে নেন ওই নেতাকে হাত করতে পারলেই ওই জাতের সব ভোট কোন একটি বিশেষ দলের দিকে চলে আসবে। সেই ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। তাই যদি হত তাহলে মুসলিম ভোট মুসলিম দলের দিকেই চলে যেত। তাই যদি হত তাহলে এআইএমএম যেখানে যেখানে প্রার্থী দেয় সব কটাতেই জিতে যেত। আবার ব্রাহ্মণদের ভোট শুধু বিজেপি পেত কিংবা দলিত ভোট দলিত প্রার্থীরাই পেত। তা হয় না। ভোটের অংক যেমন জটিল,জাতের অংক তেমনি জটিল। সহজে মেলানো যায় না। উত্তরপ্রদেশে ব্রাহ্মণরা মায়াবতীর দল বিএসপিকে ভোট কেন দিয়েছিল? সব যাদবরা যাদবদের দলকে ভোট দেয় না কেন? মোদি হলেই মোদিকে ভোট দেবে শাহ হলেই শাহকে ভোট দেবে এরকম হয় না কেন? ভোটের বাজারে জাতপাতের অংক কাজ করে তা অস্বীকার করা যায় না ঠিকই,তবে ওটাই শেষ কথা নয়। প্রধানমন্ত্রী ভোট প্রচারে জাত নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন এবং তা শুনে সেই রাজ্যের মানুষ কংগ্রেসকে ভোট না দিয়ে বিজেপিকে দেবে এটা যেমন হবে না তেমনি রাহুল গান্ধী জাতি জনগণনার দাবি করছেন বলে সব জাতের লোক ছুটে গিয়ে কংগ্রেসকে ভোট দেবে এটাও বিশ্বাস করা যায় না। এক সময় মনে হয়েছিল উত্তরপ্রদেশে দলিত,পিছিয়ে পড়া লোকজনের বসবাস বেশি বলে মায়াবতীর দল বিএসপি অনেক বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকবেন। তা হয় নি। ক্ষমতায় এসেছেন,চলেও গেছেন। পিছড়ে থাকা মানুষদের ঠিকাদার তিনি নন তা প্রমাণ হয়ে গেছে। যে রাজ্যগুলিতে বামেরা ক্ষমতায় ছিল,তারা বলতো তাদের দলে জাতপাত মানা হয় না। পুরোটাই ধাপ্পা। মুসলিম এলাকায় মুসলিম,বিহারী এলাকায় বিহারী প্রার্থী ওরাও দিত। অন্য রাস্তায় চলার সাহস ওরাও দেখাতে পারেনি। ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাত সব দলই করে। তাই লাথ কাকে মারতে বলছেন গড়কড়ি তিনিই জানেন। লাথ মারতে হলে শুরু করতে হবে তার দল বিজেপিকে দিয়েই। তিনি নিশ্চয় তা করতে পারবেন না।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিত ও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

(৫) পুরুল্যা, মানভূম সংবাদ, ১১ নভেম্বর ২০২৪

বাংলার জগদ্ধাত্রী পূজা

তন্ময় সিংহ

"জয় সর্বগত দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমহোস্তে"

আমরা সমস্ত করব সেরা পুজোগুলোর জন্য তাকিয়ে থাকি কলকাতার দিকে কিন্তু শহর কলকাতা ছেড়ে যে পুজোর ব্যাপ্তি গ্রামবাংলায় সবচেয়ে বেশি তা হলো জগদ্ধাত্রী পূজা। আসলে ইংরেজ আমলের পূর্বে কলকাতা আজকের কলকাতা হয়নি তখন পশ্চিমবঙ্গ শাসিত হতো নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদার সুলতান অথবা রাজাদের দ্বারা। সেই সময়ই আমাদের নদীয়ার কৃষ্ণনগরে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন হয় এবং সেই থেকেই পরবর্তীতে হুগলির চন্দননগরে ব্যাপকভাবে এই পূজা জনপ্রিয় হয়। যদি অষ্টম শতকে জগদ্ধাত্রী পূজার বাংলায় প্রচলনের ঐতিহাসিক নমুনা দেখা যায়। কৃষ্ণনগর আর চন্দননগর এর এই লড়াইয়ের জন্যই, বছরের এই সময়টাতেই স্লোগান উঠে সামাজিক মাধ্যমে "চন্দননগর চলো" ও "কৃষ্ণনগর চলো"।

ইতিহাসে পিছিয়ে গেলে আমরা দেখতে পাই, নদীয়ার কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নজরানা দিতে না পারায়, নবাব আলীবর্দীর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তার যখন কারাগার মুক্তি হয় তখন দুর্গাপূজার বিসর্জন হয়ে যাওয়ায় আকাশে বাতাসে বিজয়ার সুর। ধর্মপ্রাণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেবীর কাছে তার মনস্তাপ করতে থাকেন এ বছর রাজরাজেশ্বরীর পূজা না করতে পারার জন্য। ভক্তের এই আকুল প্রার্থনা হয়তো মাতৃ হৃদয়কে ছুয়ে গিয়েছিল, ভক্তের নৈবেদ্য ছাড়া তিনিও হয়তো ফিরতে পারছিলেন না। কথিত আছে চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দেবী মূর্তির দর্শন পান রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, সঙ্গে কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতেই একদিনেই সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথির পূজা করার নির্দেশ দেন দেবী মূর্তি। সেই থেকে জনশ্রুতি মতে ১৭৬৬ সাল থেকে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজবাড়ীতে প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন হয়। আজও নবমীর দিনেই এই পূজার সমস্ত তিথির পূজা গুলি সম্পন্ন হয়। সারা বাংলাতেও বেশিরভাগ জায়গাতে এই মডেল অনুসরণ করা হয়। পরবর্তীকালে রাজবাড়ীর পুজো দেখাদেখি সমগ্র কৃষ্ণনগরে ব্যাপকভাবে প্রচলন হয় জগদ্ধাত্রী পূজার। অনেকে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্রকে এই পূজার অন্যতম স্থপতি কার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। রাজবাড়ীর দেখাদেখি নদীয়ার গোয়ালারা ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে চাঁদা দিয়ে ঘটে ও পটে জগদ্ধাত্রী পূজা। বারোয়ারি সংস্কৃতির শুরু হয় এই পূজার মাধ্যমে। এরপরে পটে আঁকা জগদ্ধাত্রী পূজা পূজাকে ১৭৯০ সাল থেকে মূর্তি পূজায় রূপান্তরিত করেন গোবিন্দ ঘোষ। এই পূজা বর্তমানে বুড়িমার পূজা নামে বিখ্যাত। কৃষ্ণনগরের মানুষের মতে এই দেবী খুবই জাগ্রত এবং মনস্কামনা পূর্ণকারী তাই বর্তমানে প্রায় ৭০০ ঘরি গয়না দিয়ে সাজানো হয় এই দেবীকে। সেই থেকে কৃষ্ণনগর শহর পশ্চিমবঙ্গে জগধাত্রী পূজার অন্যতম স্থান। প্রায় দুশো বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পূজা আজকের দিনে কৃষ্ণনগরে হয়। যা চন্দননগরের সংখ্যার সাথে পাল্লা দেয়।

যদিও আজও আম বাঙালির ধারনা, জগদ্ধাত্রী পুজো মানে চন্দননগর আর চন্দননগরের আলো। ব্যবসায়ীরা প্রথম তাদের আলোর কারুকার্য শুরু করেছিল এই চন্দননগরে এবং এই আলোয় সারা বছর বায়না হত সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মন্ডপে ও অনুষ্ঠানে। আজকের দিনে এসে চন্দননগরের আলোর সেই রমরমা অনেকটা কেটে গেছে থিম প্যান্ডেলের জাঁকজমকে। সারা পৃথিবী যখন বোকা বাক্স আর মুঠোফোনে এসে বন্দী হয়ে গেছে তখন আর আলোর খেলা টানতে পারে না মানুষ কে। তবুও উৎসব প্রেমী বাঙালির মনে চিরস্থায়ী জায়গা নিয়েছে চন্দননগরের আলো। আর সেই আলোর লড়াইয়ের দেখা মেলে জগদ্ধাত্রী পূজাতেই।

যদিও চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলনের সাথে জড়িয়ে আছে এক জাতিস্বরের গল্প। প্রচলিত মতে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দেওয়ানের বাড়ি ছিল চন্দননগরে, তাঁর বংশের কেউ আবার পরবর্তীতে ফরাসি ঘাঁটি চন্দননগরে ফরাসি দুর্গের দেওয়ান হয়। তিনি স্মরন করতে পারেন পূর্বজন্মে কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পূজার জাঁকজমকের কথা। জনশ্রুতি হিসেবে শুভেন্দু মাঝি ছিলেন তাঁর জাতিস্মর, যদিও বর্তমানে চন্দননগরের ইতিহাসে এদের কোন স্থান নেই। বরং নিচুপট্টির পূজা প্রচলনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে। তাঁকেই কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দেওয়ান বলে ধরে নেওয়া হয় ও এদের বাড়িতেই আড়াইশো বছর আগে শুরু হয়েছে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলনের ইতিহাস বললে জনপ্রিয় মত।

লক্ষ্মীগঞ্জের চাউলপট্টির এই প্রতিমায় সাদা সিংহের বিপরীতমুখী অবস্থান ও জলে প্রতিমা নিরঞ্জনের পরেই সাপের আবির্ভাব এই দেবীর জাগ্রত মহিমা রক্ষিত করে। শ্রীধর বা শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূজা চন্দননগরে ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেন, চাউল পট্টির ব্যবসায়ীদের সাথে ঝামেলার পর লক্ষ্মীগঞ্জে। প্রায় তিনশোর বেশি পূজা আজকের দিনে চন্দননগরে হয় এবং এর মধ্যে বাছাই করা ৭৫ -৮০ টি পূজা নিয়ে কার্নিভালের জন্য সারা বাংলা থেকে মানুষ হুমড়ি খেয়ে চন্দননগরে পৌঁছায়। পূজার দিনগুলোতেই চন্দননগর জুড়ে ভীড় কলকাতার বড় বড় পূজার সাথে তুলনা চলে।

আবার জয়রামবাটির জগদ্ধাত্রী পূজার সাথে সারদার মায়ের ইতিহাস জড়িত। জনশ্রুতি মতে সারদাদেবীর মা, শ্যামাসুন্দরীদেবী, নব মুখুর্জ্জেদের বাড়িতে প্রত্যেক বছর কালীপুজোর নৈবেদ্য পাঠাতেন। এক বছর বিবাদ এর কারণে এই পদ্ধতিতে বাধা পড়লে শ্যামাসুন্দরী দেবী মা জগদ্ধাত্রী স্বপ্ন পান এবং পূজার আদেশ পান। কথিত আছে প্রথম বছর দশমীর দিনে বৃহস্পতিবার পড়ায় দেবীর বিসর্জন সম্ভব হয়নি এবং মাস পয়লা ও সংক্রান্তির দিনেও দেবীর বিসর্জন হয় না। মা সারদাদেবী এই পূজা বারবার বন্ধ করার মনস্কামনা করলেও প্রত্যেকবার মায়ের স্বপ্নাদেশে তিনি পূজা চালিয়ে যান এবং দশ বিঘা জমি এই পুজো কমিটির নামে বরাদ্দ করেন। জীবদ্দশায় প্রত্যেক পূজাতে উপস্থিত থাকতেন মা সারদা। আজও নিষ্ঠা ভরে এই পূজা হয়ে আসছে, মা সারদার নামেই। নদীয়ার শান্তিপুরের রায় বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজার সাথেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। আবার শহর কলকাতায় জগদ্ধাত্রী পূজা নিয়ে বলতে গিয়ে "হুতুম পেঁচা" বলেছেন - যে কলকাতায় জগদ্ধাত্রী সাথে সাথে লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রমুখ দেব দেবী ব্রহ্মা, নারায়ণ ,শিব সকলেরই সেই সময় প্রতিমা করে পূজা হত। পূর্ববঙ্গের বরিশালে ও একটি পাথরের জগদ্ধাত্রী মূর্তি পাওয়া গেছে। যা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে নির্মিত বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন এবং বর্তমানে সংরক্ষিত আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বয়সে প্রবীণ না হলেও বর্তমানে বাঁকুড়া ত্রিনয়নী পূজা কমিটি সারা রাজ্যে যথেষ্ট নাম ডাক ফেলেছে। এইভাবে দুর্গাপূজার পরে কালীপূজা এবং তারপরে জগদ্ধাত্রী পূজা সারা বাংলাতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং একটি অন্যতম স্থানীয় উৎসব হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

কবিতা

সংকীর্ণ

কিরণময় পাত্র

যে ফুল বাতাস দেখে,
হয়েছে কাতর।
গন্ধ আগলে রাখে,
পাঁপড়ির ভিতর।
সে ফুলে, খোঁপায় বেঁধে-
গেয়েছিলে গান।
শুনেছিল সবাই কানে,
পায়নি কেউ ফুলের ঘ্রাণ!

উচ্ছিষ্টময় জীবন

কনক কুমার প্রামানিক

ভাগাড়ে ময়লা আবর্জনা
বিশ্রী সে নোংরা উচ্ছিষ্ট,
সারশূন্য মানব পরিধি
মন্দের মাঝে পরিশিষ্ট।

বাঁকী নিকৃষ্ট অবশিষ্ট
জীবনে জীবাণুর আনাগোনা,
নাসিকাতে পরিত্যক্ত ঘ্রাণ
বিশ্রী জীবন হয় আনমনা।

পার্থিব জঞ্জালে সভ্যতা
শুভ সব ধ্বংশ নিমিষে,
অগ্রগামীতাকে টেনে ধরে
টেনে ধরে হিংসারই রেশে।

রাত মানে তো...

সমীর কুমার ভৌমিক

রাত মানে তো তোমার কাছে
আকাশ ভরা তারা
আমার কাছে নিঝুম আঁধার
জোনাক দিশাহারা !

রাত মানে তো তোমার কাছে
গন্ধ-সুবাস ভরা,
আমার কাছে রাত্রি এখন
উষর মরু খরা!

রাত মানে তো তোমার কাছে
কোলভরা চুম্বন,
আমার আছে রিক্ত- বাহু
আর স্বপ্ন সমর্পণ!

রাত মানে তো তোমায় কাছে
জলসাঘরের আসর,
স্বপ্নভাঙা নীড়ের ভিতর
আমার ভাঙা বাসর!

রাত মানে তো তোমার চোখে
চাঁদের মিঠে আলো,
আমার কেবল তাকিয়ে থাকা
কল্পনা রং ভালো!

চলার পথে

সুশান্ত কুমার দে

জেতার চেয়ে ঠকা ভাল
ঠকলেই তবে লাভ,
মাঠে নেমেই তড়িঘড়ি
করো না জেতার ভাব!

তর্ক -বিতর্ক ভালো নয়
ভুল কে বলো ঠিক,
ভুল বলেছে সেই একদা
চলবে তোমার দিক।

ধৈর্য্য সহ্য সইতে হবে
সিদ্ধান্ত নয় তাড়া,
একটু খানি ভুলের তরে
সবই হয় হারা!

অধ্যবসায়ের বড়ই গুন
যে সহে সে রই,
সবার মাঝে নতজানু যে
সেই সুখী হই!

জীবনটাকে খেলনা ভেবে
দিও না মাঠে ঠেলে,
আর পাবে না দুর্লভ জনম
একবার চলে গেলে!

সময়ের ঘূর্ণিপাকে

সারমিন চৌধুরী

সময়ের ঘূর্ণিপাকে ঘুরেছি আজীবন ধরে
সুখকে করেছি শুধু অহর্নিশি তাড়া,
একদিন প্রেমকেই স্বর্গের সুখ ভেবেছিলাম
অতি লোভে হয়েছি আজ ঘর ছাড়া।

ভোরবেলা ফুলকে কুড়িয়ে আঁচলে রেখেছি
জীবনের ভুলটুকুই শুধরে দিবে বলে,
শিরা উপশিরায় আনন্দের আইল বেঁধেছি
একাই পুড়ছি বিরহ বেদনার দাবানলে।

নিশুতিরাতে চাঁদের রশ্মিকে কোটায় ভরেছি
সমস্ত কলঙ্ককে ঢাকতে আলো জ্বেলে,
হাসিতে মাতিয়ে রেখেছি অন্ধকারকে সদাই
কুয়াশা দু'চোখ বেয়ে নামছে দলেদলে।

স্বর্ণলতা দিয়ে সাজিয়েছিলাম স্বপ্নকে বুকেই
তুমি টানবে ভালোবেসেই একটু কাছে,
অনুভূতির শিলাবৃষ্টি দিয়ে রাখতে চেয়েছি
বর্ষা যেন পিছু বারোমাস লেগে আছে।

নদীতে জোয়ার আসে ভাটা টানে আমাকে
পৌঁছাতে পারিনি তোমার ওই সীমান্তে,
ফুরিয়ে গেছে সময়েরা নিঃশ্বাস হয়েছে ভারী
কত কিছু পাওয়া হয়নি ভাবি একান্তে।

আজাদী জীবন

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

আজকাল সন্ন্যাসী রাত হররোজ একপাশে কাত হয়
একবার বুকের ডানপাশে, আরেকবার বামপাশে
অথচ কাজের কাজ তেমন কিছুই হয় না
ওজনদরে বিক্রি হয় দিন-রাত; সন্ধ্যায় মেপে দেখি
যেখানে ব্যথা ছিলো, এখনও সেখানেই করছে চিনচিন!

তবুও অনেক ভালো আছি... এই আজাদী জীবন
যেমন ভালো থাকে মরা গাঙের গাঙচিল
যেমন ভালো আছে শৈশবের রূপসী রনিলের বিল!

তবুও দৈবাৎ যখন দু'একটা সারস সন্দেশ আসে...
ওরা আমায় ভালোবাসে না আবার ভালোও বাসে
তখন নিজেকে খুউব ভাগ্যবান ভাগ্যবান ভাবতে থাকি
তখন সুখ স্বপ্নের মত আবার জীবনের জলছবি আঁকি!

তোমাদের কারো কারো নাকি পিলে চমকে গেছে
হ্যাঁ, যার চমকে যাবার কথা তার তো চমকে যাবেই
একদিন যারা বিরান মাঠও চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছ
আজ তো তোমরা প্রকৃতির শাস্তি পাবেই...!!

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

আজ থেকে শুরু আরজিকর কাণ্ডের বিচার পর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ শিয়ালদহ আদালতে আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় একমাত্র অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। আর আগামিকাল, সোমবার থেকেই ওই মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। ঘটনার ৮৭ দিন এবং সিবিআইয়ের চার্জশিট পেশের ২৮ দিনের মাথায় ওই মামলায় চার্জ গঠন সম্পন্ন হয়েছে। এবার শুরু হতে চলেছে বিচারপ্রক্রিয়া। আদালত জানিয়ে দিয়েছিল, আগামী ১১ নভেম্বর থেকে ওই মামলায় শুনানি শুরু হতে চলেছে। শুনানি চলবে রোজ। অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স হাতে পেয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে পাওয়া এই 'বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স'ই হল আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীরে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় বড় একটি 'অস্ত্র'। এই প্রমাণের ভিত্তিতে সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা আগামিদিনে এই ঘটনার বিচারপর্ব এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সূত্রের খবর, ৫১ জন সাক্ষীকেও আদালতে পেশ করবে সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর, বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স থেকেই জানা গিয়েছে যে, আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় একমাত্র অভিযুক্ত। আদালতেও বিভিন্ন সময় এই প্রমাণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে। আরজি কর হাসপাতালের চারতলায় সেমিনার হল থেকে নির্যাতিতার দেহ উদ্ধার হওয়ার পর তাঁর বিভিন্ন পোশাক, কম্বল, বিছানার চাদর ও তুলো বালিশ-সহ একাধিক সামগ্রী সংগ্রহ করেছিল কলকাতা পুলিশ। সেগুলি সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পরিচিত একাধিক মুখ সরে যাচ্ছে আন্দোলনের পথ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ আরজি করে ভয়াবহ ঘটনার তিন মাস। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল গোটা বিশ্বজুড়ে। সেই তিন মাসের মাথায় শনিবার ফের রাস্তায় নামলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। প্রচুর সাধারণ মানুষও জড়ো হয়েছিলেন এদিন। একাধিক কর্মসূচি কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে। তবে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এই যে দীর্ঘ আন্দোলন তার ফলে সত্যিই কি ন্যায় বিচার জুটল? আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের দাবি, আমরা এক সঙ্গে পথে থাকব। আমরা বিচার চাই। যতদিন না বিচার হচ্ছে ততদিন রাজপথে রয়েছি থাকব। বহু মানুষ রাজপথে নেমেছিলেন এদিনও। কিন্তু কোথাও যেন হতাশা গ্রাস করেছে। দীর্ঘ অনশন, আন্দোলন। তারপরেও এখনও হাসপাতালে শাসকের রক্তচক্ষু কোনও অংশে কমেনি। দিনহাটা হাসপাতালে এদিনও শাসকদলের লোকজন গিয়ে চিকিৎসকদের রীতিমতো শাসিয়ে আসেন। এদিন বার বার জুনিয়র ডাক্তাররা জানিয়ে দেন, রাজপথ ছাড়ছি না। এদিকে আন্দোলনকারীদের একাধিক পরিচিত মুখকে দেখা যায়নি এদিন। মূলত পরীক্ষার জন্য আসতে পারেননি তাঁরা। তাঁদের যে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে সেটা তাঁরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মতো এদিন কয়েকজনকে দেখা যায়নি। তবে সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে ভাটা পড়েছে এমনটা নয়। এদিনের মিছিলে দেবলীনা দত্ত, চৈতি ঘোষালরাও ছিলেন। প্লাকার্ড, জাতীয় পতাকা নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন বহু সাধারণ মানুষ। কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয়েছিল মিছিল। ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে যান জুনিয়র ডাক্তাররা। আরজি কর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কাছে তৈরি করা হয়েছে দ্রোহের গ্যালারি। সেখানে আন্দোলনের নানা সময়ের ছবি রাখা হয়েছে। এদিন জনতার চার্জশিটেরও আয়োজন করা হয়েছিল। রাজপথ ছাড়ি নাই। বার বার আওয়াজ তোলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সিনিয়ররাও ছিলেন মিছিলে। আন্দোলকে যাতে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেকারণে আওয়াজ তোলেন তাঁরা। ছাতায় লিখে আনা হয়েছিল রাজপথ ছাড়ি নাই। রাস্তায় এদিন ফের নানা ধরনের স্লোগান লেখা হয়। ন্যায় বিচারের দাবিতে বার বার ওঠে স্লোগান। দূরের জেলা থেকেও বহু মানুষ এসেছিলেন এদিনের মিছিলে। ব্যানারে লেখা ছিল নাগরিকদের মিছিল। ডব্লুবিযেডিএফ-এর ডাকে নাগরিকদের মিছিল। খালি গোটা বিষয়টি জুনিয়র ডাক্তার বা সিনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ নয় এটাই বার বার বোঝাতে চান চিকিৎসকরা।

অভিষেকের কাঁচিতে মমতার সিলমোহর পড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ তালিকার কথা সামনে আসার পর থেকেই জল্পনা তীব্র হয়েছে। সূত্রের খবর, শেষ পর্যন্ত অভিষেকের তালিকায় সিলমোহর দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপনির্বাচনের পরই রদবদল বাস্তবায়িত হবে তৃণমূলে। লোকসভা নির্বাচনে যে ৬৯ পুর এলাকায় হারতে হয়েছিল তৃণমূলের, সেই সমস্ত এলাকাতেই এখন কার্যত রেড অ্যালার্ট। বদলের তালিকায় বহু চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান। আলাদা করে নজরে রাখা হচ্ছে কাউন্সিলরদেরও। অন্তর্ঘাত করেছেন এমন জন প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও নেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থা। সূত্রের খবর, বেশ কিছু জায়গায় রদবদল নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। সেই সব জায়গা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেই জানা যাচ্ছে। বিকল্প নাম নিয়ে বহু ক্ষেত্রে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। একাধিক নাম নিয়ে চলছে আলোচনা। সূত্র মারফত আরও জানা যাচ্ছে, জন্মদিনে রদবদলের তালিকা নিয়ে অভিষেক মুখ খুলতেই কার্যত ফোনের বন্যা দেখা গিয়েছে তৃণমূল ভবনে। সবই কৌতূহলী ফোন। তৃণমূল সূত্রে খবর, শেষ পর্যন্ত পারফরমেন্সই মানদণ্ড। আপাতত এই নীতি নিয়ে রদবদলের পথে হাঁটছে তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর, বদলের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। এই জেলায় ঢালাও বদল হতে পারে দলের সংগঠন ও পুর প্রশাসনে। এই জেলায় রাজ্যের দুই মন্ত্রীর বিধানসভায় হার দলের। নজরে তাঁদের পারফরমেন্সও। নজরে বীরভূম জেলার তিনটি পুরসভাও। লোকসভায় জিতলেও সিউড়ি, রামপুরহাট, বোলপুর পুরসভায় হার তৃণমূলের। বড়সড় রদবদল হতে পারে এই পুরসভাগুলিতে। নজরে হাওড়া, হুগলির একাধিক পুর এলাকা। এই জেলায় জেলা সংগঠনেও বদল আসতে পারে। নজরে উত্তরবঙ্গের তৃণমূল সংগঠন। বহু জায়গায় সাংগঠনিক রদবদল আসতে পারে। পরিবর্তন হতে পারে পুর-প্রশাসনেও। নজরে মালদহও। জেলা তৃণমূল সংগঠনে বড়সড় রদবদল হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। এমটা যে হবে সেটা অবশ্য বঙ্গের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের কাছে মেটও অজানা নয়, শুধু সময়টা নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

কে বুঝবে বাজারের গলিতে ইসমাইল এসব কাণ্ড ঘটাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ উত্তর কলকাতা বলতেই মনে ভেসে ওঠে অলি-গলি। তবে সেই গলি থেকেই এবার গ্রেফতার আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তি। অভিযুক্ত মহম্মদ ইসমাইলকে এর আগেও নাকি দেখেছেন এলাকার লোকজন। তবে সে যে তলে-তলে এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত তা হয়ত বুঝে ওঠেননি তারা। এক প্রত্যক্ষদর্শী বক্তব্য, সাদা জামা ও জিন্স পড়ে এক ব্যক্তি আসে। পা ঢাকা জুতো পড়ে ছিল। সাদা কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে আসে বৈঠকখানা বাজারে। দেখে বোঝা যায়নি যে ওই ব্যক্তির কাছে অস্ত্র আছে। আরও এক ব্যক্তি বলেন, "ওকে এক দুবার দেখেছি। তবে কী করত তা জানি না। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করত সেটা চোখে পড়েছে।" শনিবারের ঘটনার পর থেকেই এলাকাবাসী নিরাপত্তা আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন। বৈঠকখানা রোডের যে জায়গা থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে সেখান থেকে শিয়ালদহ স্টেশন মাত্র ৫০০ মিটার। সকালে লোকজন থাকলেও রাতে বাইরের গাড়ি অথবা বিভিন্ন ধরনের লোকের আনাগোনা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রাতে স্টেশন থেকে ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে এসে লোকের নজরে না পড়ে সেই কারণেই অলিগলি বেছেছিল ইসমাইল। আর তারপরই অস্ত্র হাত বদল করে অভিযুক্ত মহম্মদ ইসমাইল খান।

ইউএনে নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনায় আমন্ত্রিত অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ রাষ্ট্রসংঘের নারী ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতে অবস্থিত নরওয়ে দূতাবাস ও রাষ্ট্রসংঘের মহিলার অধিকার সংক্রান্ত বিভাগের উদ্যোগে নরওয়ের রাজধানী ওসলোতে আয়োজিত হতে চলেছে এই অনুষ্ঠান। আগামী ১৭ থেকে ২২ নভেম্বর ৬ দিন ধরে চলা এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাংলা তথা গোটা দেশে নারী ক্ষমতায়ণের অন্যতম পথিকৃৎ তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলাদের জন্য একাধিক জনকল্যাণ মূলক প্রকল্পের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের জায়গা করে দিতে বার বার সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। শেষ লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে জয়ী ২৯ জন সাংসদের মধ্যে ১১ জনই মহিলা, শতাংশের বিচারে যা প্রায় ৩৮%। এবং দেশের মধ্যে কোনও রাজ্য থেকে এই সংখ্যাটা সর্বাধিক। রাজ্যের নারী ক্ষমতায়নের এমন অসামান্য নজিরের মাঝে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রসংঘের নারী ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ নিশ্চিতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের নরওয়ে দূতাবাস ও রাষ্ট্রসংঘের মহিলার অধিকার সংক্রান্ত বিভাগের তরফে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে পাঠানো আমন্ত্রণপত্রে জানানো হয়েছে, এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়ন ও তাঁদের সমানাধিকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন নরওয়ে পার্লামেন্ট ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। এখানে তুলে ধরা হবে নারীর অধিকার রক্ষায় সেখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচিগুলিকে। তুলে ধরা হবে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের গুরুত্ব। এমন এক অনুষ্ঠানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ তৃণমূল দলের কাছে বড় গৌরবের বিষয় হিসেবেই দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর আগে এই রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে সম্মানিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রী। রাজ্যের কন্যাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকল্প চালু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হত্যা না আত্মহত্যা? যাদবপুরের অধ্যাপকের মৃত্যুতে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও এক অধ্যাপকের মৃত্যু। সম্প্রতি, গত ফেব্রুয়ারি মাসে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক অধ্যাপক আত্মহত্যা করেছিলেন। সেই ঘটনার পর এবার ভিনরাজ্যে গিয়ে মৃত্যু হল আরও এক অধ্যাপকের। উত্তরাখন্ডের একটি হোটেলের দরজা ভেঙে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। খুন নাকি আত্মহত্যা গোটা বিষয়টির তদন্তে নেমেছে উত্তরাখণ্ড থানার পুলিশ। মৃতের নাম মৈনাক পাল। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সম্প্রতি বন্ধুদের সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। ফেরার দিন আলমোড়ার একটি হোটেলের দরজা ভেঙে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান,আত্মহত্যা করেছেন অধ্যাপক। তবে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না হলে কোনও কিছুই বলা সম্ভব নয়। যদিও, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানিয়েছে, মৈনাকবাবুর পক্ষে আত্মহত্যার মতো সিদ্ধান্ত কখনওই নেওয়া সম্ভব নয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে উত্তরাখণ্ডের পুলিশ। এ প্রসঙ্গে জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "আমরা শুনেছি উনি বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন। পরশু ফেরার কথা ছিল। একটি হোটেল থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৈনাক খুব ঠাণ্ডা মাথার ভদ্র ছেলে। ও এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাক্তন ছাত্র। এত ভাল ছেলেটোর কী হয়ে গেল জানি না...।"

ক্রীড়া-সংবাদ

এমন সিটি ১৮ বছরেও দেখা যায়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ আরও একবার! লিগ কাপে টটেনহাম, চ্যাম্পিয়নস লিগে স্পোর্তিং লিসবন আর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বোর্নমাউথের পর এবার ব্রাইটন—৩০ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বরের মধ্যে টানা চতুর্থ হার দেখে ফেলল ম্যানচেস্টার সিটি। পেপ গার্দিওলা জমানায় তো বটেই, গত দেড় যুগে সিটি সমর্থকেরা এমন কিছু দেখেননি। এমনকি গার্দিওলা নিজেও তাঁর ১৭ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে কখনো এমন কিছুর মুখোমুখি হননি। দুর্গতির এখানেই শেষ নয়। তেতো স্বাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে আর্লিং হলান্ডকেও। প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকায় চোখ রাখলে সিটি সমর্থকদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ তো পড়ারই কথা। ম্যানচেস্টার সিটির এমন বাজে অবস্থার মূলে দলে চোটের মিছিল। এ বছরের ব্যালন ডি'অরজয়ী রদ্রি এসিএল চোটে লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন। গার্দিওলার দলের সেরা চার সেন্টার ব্যাক—রুবেন দিয়াজ, জন স্টোনস, মানুয়েল আকাঞ্জি ও নাথান আকেরাও দলে নেই। আর মাঝমাঠের অন্যতম প্রাণ কেভিন ডি ব্রুইনা চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরলেও খুব একটা স্বচ্ছন্দ্য মনে হচ্ছে না। ম্যানচেস্টার সিটি ২০০৬ সালের পর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা চার ম্যাচ হারল এই প্রথম। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই টটেনহাম, বোর্নমাউথ ও লিসবনের কাছে হারের স্বাদ নিয়ে গতকাল ব্রাইটনের মাঠে নেমেছিল সিটি। ম্যাচে প্রথম গোলটি করেছে সিটিই, দলকে এগিয়ে দেন হলান্ড। প্রিমিয়ার লিগ ক্যারিয়ারে এর আগে কখনো গোল করে হারের হতাশায় মাঠ ছাড়তে হয়নি এই নরওয়েজিয়ানকে। এবার হলো। কারণ ৭৮ মিনিটে জোয়াও পেদ্রো আর ৮৩ মিনিটে ম্যাট ও'রাইলি গোল করে ব্রাইটনকে জেতান ২-১ গোলে। ২০০৬ সালের পর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা চার হার সিটি সমর্থকেরা দেখলেন এই প্রথম। বর্তমান মালিকপক্ষ সিটির মালিকানায় এসেছে এর ২ বছর পর, আর গার্দিওলার পা পড়েছে ১০ বছর পর। আবার গার্দিওলা নিজেও কখনো এভাবে টানা হারেননি। ২০০৭ থেকে কোচিং করিয়ে আসা এই স্প্যানিশের জন্যও এমন কিছু এই প্রথম। কাছাকাছি অভিজ্ঞতা আছে ২০১৪-১৫ মৌসুমে, যখন বায়ার্ন মিউনিখে টানা তিন হারের পর জার্মান কাপে পেনাল্টিতে হার দেখেছিলেন। ওই তিন হারের দুটি ছিল আবার বুন্দেসলিগায় ট্রফি নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর, যে কারণে খুব একটা গায়েও লাগেনি। সেই গার্দিওলা সিটিকে টানা চারটি প্রিমিয়ার লিগ জেতানোর পর এখন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে। বলেন, 'মানুষ তো এটাই চায়, নাকি? এটা স্বাভাবিক। আমরা অনেক জিতেছি। আমি শুধু পুরো স্কোয়াডকে খেলার জন্য প্রস্তুত পেতে চাই।'

পাকিস্তানে দল পাঠাবে না ভারত, শুনল আইসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ কখনো জোর গতিতে, কখনো ধীরলয়ে—আগামী ফেব্রুয়ারিতে হতে যাওয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারত তাদের দল পাকিস্তানে পাঠাবে কি না, এ নিয়ে অনেক দিন ধরেই আলোচনা চলছে। সে আলোচনা গতকাল একটু চরমে উঠেছিল। প্রথমে ভারতের সংবাদ সংস্থা একটি খবর দেয় যে বিসিসিআইয়ের দেওয়া হাইব্রিড মডেলে সম্মত হয়েছে পিসিবি। এ খবরের পাল্টা দিয়ে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সামা টিভি এটাকে ভিত্তিহীন খবর বলে আখ্যা দেয়। তারা খবরে এ-ও জানায় যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তানেই হবে। সামা টিভির সেই খবরের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যম খবর দেয়, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে বিসিসিআই জানিয়ে দিয়েছে যে তারা চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তে অনড় আছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এ খবরের প্রতিক্রিয়ায় লাহোরে গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। তিনি সেখানে বিসিসিআইকে কড়া বার্তা দেন এ বলে যে অতীতে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পিসিবি অনেক সৌজন্যতা দেখিয়েছে, সব সময় এটা তারা দেখাতে পারবে না। নাকভির এ কথার পর আজ জানা গেল, পাকিস্তানে খেলতে না যাওয়ার বিষয়টি বিসিসিআই আইসিসিকেও জানিয়ে দিয়েছে। ক্রিকেটবিষয়ক খবরের ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর, আইসিসিকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বলে দিয়েছে যে ভারত সরকার পাকিস্তানে দল পাঠাবে না। আট দলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তানের তিনটি ভেন্যুতে হওয়ার কথা আগামী বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত। ভারতের এ সিদ্ধান্তের পর পিসিবিকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের জন্য নতুনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। সে পরিকল্পনায় নিশ্চিত করেই আসবে হাইব্রিড মডেলের বিষয়টি। আর গতকাল তো বিসিসিআইয়ের সূত্র বলেই দিয়েছিল যে তারা হাইব্রিড মডেলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিজেদের ম্যাচগুলোর ভেন্যু হিসেবে দুবাইকে পছন্দ করেছে।

পুরোনো শত্রু ও ঘরের ছেলে এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ জন্ম, বেড়ে ওঠা সবই বার্বাডোজে। ১২ বছর পর্যন্ত ছিলেন সেখানেই। এরপর ইংল্যান্ডে পাড়ি জমানো, দলটির হয়ে খেলা। ইংলিশ অলরাউন্ডার জ্যাক বেথেল সেই বার্বাডোজে ফিরেই পেলেন প্রথম টি-টোয়েন্টি ফিফটির দেখা। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ৩৬ বলে ৫৮ রানের অপরাজিত ইনিংস, যা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ৮ উইকেটের জয়ে রেখেছে বড় ভূমিকা। জয়ে অবদানের প্রসঙ্গ এলে সবার আগে অবশ্য ফিল সল্টের নাম নিতে হবে। আজ ক্যারিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন এই ওপেনার। মূলত তাতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৮২ রান ৮ উইকেট আর ১৯ বল বাকি রেখে টপকে গেছে ইংল্যান্ড। সল্ট আপাদমস্তক ইংলিশ, তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটি তাঁর বেশ চেনা। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এই ওপেনারের আগের দুই সেঞ্চুরি ক্যারিবীয় অঞ্চলেই। গত ডিসেম্বরে করা দুই সেঞ্চুরির ম্যাচেই ইংল্যান্ড জিতেছিল, ম্যাচসেরা হয়েছিলেন সল্ট। এবারও হলো তা-ই। আজ ব্রিজটাউনে ১৮৩ রানের লক্ষ্য শুরু থেকেই কক্ষপথে ছিল ইংল্যান্ড। প্রথম ৬ ওভারেই সল্ট ও উইল জ্যাকস জুটি তোলে ৭৩ রান। যেখানে জ্যাকসের অবদান মাত্র ১৭। চোট থেকে ফিরে জস বাটলার আউট হয়েছেন প্রথম বলেই। সেটা অবশ্য যতটা তাঁর ভুলে; তার চেয়ে গুড়াকেশ মোতির অসাধারণ নৈপুণ্যে। থার্ড ম্যান সীমানায় দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়েই বাটলারের ক্যাচ নেন মোতি। বাটলার শূন্য হাতে ফিরেও মাঠে ছাড়েন হাসতে হাসতে। বাটলারের বিদায়ের পর বেথেলকে নিয়ে ৬১ বলে ১০৭ রানের জুটি গড়েন সল্ট। এই জুটি ইংল্যান্ডকে জয়ে এনে দেয় হেসেখেলে। ২৫ বলে ফিফটি করা সল্ট সেঞ্চুরি করেছেন ৫৩ বলে। তাঁর ইনিংসে ছিল ৯ চার ও ৬ ছক্কা। বেথেল ফিফটি করেছেন ৩৩ বলে।

অস্ট্রেলিয়া দলে ডাক ম্যাকসুয়েনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ আলোচনায় অনেকেই ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত সুযোগটা পেলেন নাথান ম্যাকসুয়েনে। ভারতের বিপক্ষে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম টেস্টের অস্ট্রেলিয়া দলে ওপেনার হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন ২৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। ওপেনার মার্কাস হ্যারিস, ক্যামেরন ব্যানক্রাফট, ম্যাট রেন শদের পেছনে ফেলে ১৩ সদস্যের দলে সুযোগ পাওয়া কে এই ম্যাকসুয়েনে? ডানহাতি ব্যাটসম্যান ম্যাকসুয়েনে খেলেন সাউথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩৪ ম্যাচের ক্যারিয়ারে আছে ৬ সেঞ্চুরি, ১২ ফিফটি। গড়টা যদিও খুব বেশি নয়, তবে মানসম্মত—৩৮.১৬। তবে সুযোগ পাওয়ার মূলে তাঁর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স। গত দুই বছরে ম্যাকসুয়েনের গড় ৪৩.৪৪, সব কটা সেঞ্চুরিও এ সময়েই। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি স্পিনটাও মন্দ করেন না। লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেটে উইকেট আছে ১৮টি। লিস্ট এ ক্রিকেটেও ম্যাকসুয়েনে খুব অভিজ্ঞ কেউ নন। খেলেছেন ২২ ম্যাচ, আছে ১ সেঞ্চুরি, ৮ ফিফটি। ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে খেলেছেন ব্রিসবেনে জন্ম নেওয়া ম্যাকসুয়েনে। সেই টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। ৪ ম্যাচ করেন ২১১ রান। যদিও পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে এক ইনিংসেই করেন ১৫৬। বিগ ব্যাশে ম্যাকসুয়েনে খেলেন ব্রিসবেন হিটের হয়ে। বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফির আগে ভারত এ দলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া এ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ম্যাকসুয়েনে। এই সিরিজে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত থাকেন ৮৮ রানে। দ্বিতীয় টেস্টে দুই ইনিংসেই অবশ্য বড় রান করতে ব্যর্থ—১৪ ও ২৫। সিরিজটিতে ওপেন করলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিতভাবেই তিনি ব্যাটিং করেন ৩ নম্বরে। কেন ম্যাকসুয়েনের প্রতি ভরসা রেখেছেন, প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি সেই ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'ও এমন একজন ক্রিকেটার, যার ক্যারিয়ারে উন্নতির গ্রাফ ওপরের দিকে যাচ্ছে। খুবই গোছানো, স্থির একজন ক্রিকেটার, ওর খেলার ধরন টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে মানানসই।'

পাকিস্তানের সিরিজ জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ সে অনেক বছর আগের কথা। সাইম আইয়ুবের বয়স তখন ১ মাসও হয়নি। আর নাসিম শাহ তো জন্মই নেননি। পাকিস্তান দলে তখন খেলতেন ওয়াসিম আকরাম, সাঈদ আনোয়াররা। সেই ২০০২ সালের জুনে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল পাকিস্তান। ২২ বছর পর আজ আবার পাকিস্তান দল অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ জিতল। পার্থে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটে হারিয়ে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে মোহাম্মদ রিজওয়ানের দল। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সব সংস্করণ মিলিয়ে এটি পাকিস্তানের দ্বিতীয় সিরিজ জয়। টসে হেরে এই ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়াকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিল পাকিস্তান। ৪ পেসারের তোপে ৩১.৫ ওভারে ১৪০ রান তুলতেই গুটিয়ে যায় স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া। আগের ম্যাচের রেকর্ড ভেঙে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটাই এখন তাদের দলীয় সর্বনিম্ন। যে ম্যাচের ফল সাইম ও আবদুল্লাহ শফিকের ৮৪ রানের উদ্বোধনী জুটিতেই নিশ্চিত হয়ে যায়। সাইম করেন ৪২ রান, শফিক ৩৭। ১ রানের মধ্যে দুই ওপেনার ফিরলেও ৫৮ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে পাকিস্তানকে জয়ের কাছে পৌঁছে দেন বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। ২০০২ সালের পর পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই প্রথম সিরিজ জিতেছে। ২০০২ সালেও পাকিস্তান সিরিজ জিতেছিল প্রথম ম্যাচে হারের পর। তবে একটা জায়গায় রিজওয়ানের দলের জয়টি আলাদা। এই সিরিজে পাকিস্তানের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ম্যাচে মেলবোর্নে মাত্র ২০৩ রানে অলআউট হওয়ার পরও একপর্যায়ে ফেবারিট ছিল পাকিস্তানই। ১৮৫ রানেই অস্ট্রেলিয়ার ৮ উইকেট তুলে নিয়েছিল বোলাররা। আর দ্বিতীয় ম্যাচে মাত্র ১৬৩ রানেই অস্ট্রেলিয়াকে অলআউট করে দেন পাকিস্তানের পেসাররা। আজও ম্যাচ হয়েছে একতরফা। হ্যাঁ, দুই দলের শক্তিরও পার্থক্য আছে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে আগের ঘোষণা অনুযায়ী স্টিভেন স্মিথ, মারনাস লাবুশেন, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলউডদের বিশ্রাম দিয়েছে। যদিও ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর এই প্রথম সিরিজ খেলতে নামা পাকিস্তানও ছিল নতুন অধিনায়কের নেতৃত্বে পরীক্ষার অপেক্ষায়। পাকিস্তান এই সিরিজে খেলেছে ৪ জন বোলার নিয়ে। পঞ্চম বোলার হিসেবে কাজ চালানোর পরিকল্পনায় ছিলেন সাইম, সালমান আগারা। তবে তিন ম্যাচেই তাদের দ্বারস্থ খুব একটা হতে হয়নি। নতুন অধিনায়ক রিজওয়ানও খেলাটাকে ৫০ ওভারে নিয়ে যেতে চাননি। পেসারদের ধারাবাহিকভাবে বোলিং করিয়ে গেছেন। আজকের ম্যাচেও ৪ পেসার মিলেই বোলিং করেছেন ৩১.৫ ওভার। এই চার পেসারকে যেভাবে বুদ্ধিদীপ্তভাবে ব্যবহার করেছেন সেটা ধারাভাষ্য কক্ষ থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশ্লেষকদের মন জুগিয়েছে। একটা উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। ২০২৩ বিশ্বকাপে হারিস রউফ পাওয়ার প্লেতে নিয়মিত বোলিং করেছেন। ওভারপ্রতি দিয়েছেন ৯.৪২ করে। নানা সমালোচনার পরও বাবর আজম তাকে পাওয়ার প্লেতে বোলিং করিয়ে গেছেন।

বক্স অফিস

প্রয়াত সারেঙ্গি মায়েস্ট্রো পণ্ডিত রামনারায়ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ ‘এখনও চেনা চেনা আতরের গন্ধ’, কিন্তু সারেঙ্গির সুর থমকে গিয়েছে। কিংবদন্তি সারেঙ্গিবাদক পণ্ডিত রাম নারায়ণের জীবনাবসান। ৯৬ বছরের শিল্পীর মৃত্যুর কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে শোনা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণের খবর জানিয়ে শোকপ্রকাশ করে বিবৃতি দেওয়া হয় সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে। রাজস্থানের উদয়পুরের কাছে জন্ম রাম নারায়ণের। ছোটবেলা থেকেই সারেঙ্গির প্রতি আকর্ষণ ছিল। সেই সময় থেকেই প্রথাগত তালিম শুরু হয়ে যায়। রাজস্থানে আসা সঙ্গীতশিল্পীদের থেকেও শেখার চেষ্টা করতেন রাম নারায়ণ। ১৯৪৪ সালে লাহোরের অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু দেশভাগের পর শিল্পী চলে আসেন দিল্লিতে। দিল্লিতে তেমন সুযোগ পাননি রাম নারায়ণ। ১৯৪৯ সালে তিনি চলে আসেন মুম্বই। সেখান থেকেই তাঁর খ্যাতির সফর শুরু হয়। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই একক শিল্পী হিসেবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সঙ্গীত পরিবেশন করতে শুরু করেন পণ্ডিত রাম নারায়ণ। পণ্ডিত রবি শংকরের যশ তখন পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই রাম নারায়ণ সোলো অ্যালবাম তৈরি করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি প্রথম আন্তর্জাতিক সফর করেছিলেন দাদা তথা বিশিষ্ট তবলাবাদক চতুর লালের সঙ্গে। চতুর লাল পণ্ডিত রবি শংকরকেও সঙ্গত দিয়েছিলেন একসময়। ১৯৬৫ সালে চতুর লাল প্রয়াত হন। দাদার মৃত্যুর পর মদের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন পণ্ডিত রাম নারায়ণ। কিন্তু দুবছর পরে আবারও সারেঙ্গির সুরেলা সফরে ফেরেন তিনি। সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির পাশাপাশি পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ এবং পদ্মবিভূষণ (২০০৫ সাল) সম্মানে ভূষিত করা হয় শিল্পীকে। ২০১৩ সালে রাজস্থান রত্ন সম্মান পান তিনি। শিল্পীর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সি পি রাধাকৃষ্ণণ।

সব বাজার খেয়ে নিচ্ছে নকল কুমার শানু!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ নয়ের দশকের অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক কুমার শানু। তাঁর কেরিয়ারে হিটের তালিকাই বেশি। ইন্ডাস্ট্রিতে কাটিয়ে ফেলেছেন প্রায় ৩৫ বছর। মোট ২৬টা ভাষায় গান গেয়েছেন গায়ক। জানেন কি গায়ককে নকল করেই সংসার চালান এক ব্যক্তি। শুধু গায়কের কণ্ঠ নয়, তাঁর হাঁটা-চলা, কথা বলা, সবটাই হুবহু কুমার শানু। ‘ইন্ডিয়ান আইডল’-এর মঞ্চে ‘নকল’ কুমার শানুকে দেখে রীতিমতো চমকে গেলেন গায়ক। শুধু বাহ্যিক দিক থেকে নয় কণ্ঠ একেবারে হুবহু। এমনটাও যে হতে পারে আশা করেননি গায়ক। কুমার শানু সঙ্গে থাকা বাকি বিচারকরা যেমন শ্রেয়া ঘোষাল এবং বিশালও তাঁর গান শুনে অবাক। তিনি নিজেকে ‘জুনিয়র কুমার শানু’বলেন তিনি। মঞ্চে প্রিয় গায়ককে দেখে রীতিমতো কেঁদে ফেললেন তিনি। সেই ব্যক্তির নাম গাজিউল। গান শুনে মোহিত সিনিয়র কুমার শানু। তিনি বললেন, “এবার বুঝতে পারছি আমার শোগুলো কোথায় যাচ্ছে। ” অর্থাৎ

তাঁর দাবি, ‘নকল’ কুমার শানুর জন্যই মন্দা যাচ্ছে তাঁর। তবে সব কথাবার্তাই হচ্ছিল মজার ছলে। রিয়ালিটি শোয়ের মঞ্চে ডুয়েট গাইলেন তাঁরা। তাঁদের পারফরম্যান্স উপভোগ করলেন শ্রেয়া এবং বিশাল। শুধু কুমার শানু নয়, এমন অনেক বিখ্যাত গায়কদের কণ্ঠ নকল করে বহু শিল্পীরাই তাঁদের সংসার চালায়। তবে ইন্ডিয়াল আইডলের মঞ্চে ‘নকল’ কুমার শানুর কণ্ঠ শুনে খুশি হয়েছেন শ্রোতারা। রীতিমতো প্রশংসা করেছেন দর্শক।

নিরাপত্তারক্ষীকে উচিত শিক্ষা দিলেন আলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ তারকারা সারাক্ষণই ঘেরাটোপের মধ্যেই থাকেন। তাঁদের চারিদিক নিরাপত্তারক্ষী বেষ্টিত। তাঁদের সঙ্গে একটু কথা বলতে গেলে বা একটু ছবি তুলতে গেলে বেশ কসরতই করতে হয়। আর যদিও ভুল করেও সেই লক্ষণ রেখা পেরিয়ে তারকার নাগালে পৌঁছে গিয়েছেন তাহলে তো সমস্যাই সমস্যাই। অনেক ধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। ঠিক যেমন পরিস্থিতিতে পড়তে হল আলিয়া ভাটের এক ভক্তকে। প্রিয় নায়িকাকে সামনে দেখেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ছুটে এসেছিলেন যদি একটু ছবি তুলতে পারা যায়। কিন্তু কঠিন ঘেরাটোপ টপকে পৌঁছনো কি সহজ কথা। কাছে যেতেই জুটল ঘাড় ধাক্কা। শার্টের কলার ধরে তাঁকে রীতিমতো টেনে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। সেই ঘটনা চোখ এড়ায়নি নায়িকার। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালেন অভিনেত্রী। গলা তুলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের নিরাপত্তারক্ষীকে বাধা দিলেন নায়িকা। বুঝিয়ে দিলেন তিনি যেটা করছেন তা একেবারেই ঠিক নয়। তার পর নিজের ভক্তের সঙ্গে হাসিমুখে ছবিও তোলেন অভিনেত্রী। উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে সাফল্যের মধ্যগগনে আলিয়া। একের পর এক হিট ছবি তাঁর ঝুলিতে। যদিও তাঁর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘জিগরা’ বক্সঅফিসে আশানুরূপ ফল করেনি। তা নিয়ে অবশ্য আলোচনাও হয়েছে বিস্তর। এরই মধ্যে নায়িকা মেতেছিলেন মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে। থিম পার্টির আয়োজন করেছিলেন। মেয়ে রাহা এখন তাঁর চোখের মণি। তাঁকে নিয়েও অর্ধেক সময় কাটে তাঁর। সদ্য ধুমধাম করে মেয়ের জন্মদিন পালন করেছেন তাঁরা। এই মুহূর্তে মেয়ে এবং স্বামী রণবীর কাপুরকে নিয়ে সুখে সংসার করছেন আলিয়া।

শুটিংয়ে রক্তারক্তি শাকিব খানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ নভেম্বরঃ গুরুতর আহত বাংলাদেশের সুপারস্টার শাকিব খান। মুম্বইয়ে শুটিং করছিলেন তিনি। সেই সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে। তারকার কপালে আঘাত লেগেছে। কেটে গিয়েছে ভ্রূর কিছুটা অংশ। এমনটাই জানা গিয়েছে বাংলাদেশের এক সংবাদমাধ্যম সৌজন্যে। বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, মুম্বইয়ের ইলোরা স্টুডিওতে ‘বরবাদ’ সিনেমার শুটিং করছিলেন শাকিব খান। ছবির পরিচালক মেহেদী হাসান জানান, একটি দৃশ্যে বাংলাদেশি সুপারস্টারকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে হোতো। সেই দৃশ্য করতে গিয়েই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রস্তুতিপর্ব ঠিকঠাকভাবেই হয়েছিল। কিন্তু দরজা খুলতে গিয়েই বিপত্তি। শাকিব খানের কপালে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তার জেরেই ভ্রূর কিছুটা অংশ কেটে যায়। রক্ত বেরোতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শুটিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। শাকিবকে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। একই সঙ্গে কিছু শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। তার পর চিকিৎসক জানান ভয়ের কিছু নেই। প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে তিনি তারকাকে বিশ্রাম নিতে বলেন। শাকিবের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ‘বরবাদ’ ছবির শুটিং সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ছবির

পরিচালক ও তাঁর টিম। কিন্তু সকলকে চমকে দিয়ে চোট নিয়েই সেটে হাজির হন শাকিব খান। বলেন, “চল শুটিং শুরু করি।” সন্ধ্যা থেকে আবার শুটিং শুরু হয়। আঘাত সত্ত্বেও রাত বারোটা পর্যন্ত শুটিং করেন শাকিব। তাঁর এই পেশাদারিত্বে মুগ্ধ মেহেদী হাসান। প্রসঙ্গত, ‘বরবাদ’ সিনেমায় আবারও শাকিবের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন ইধিকা পাল। এর আগে ‘প্রিয়তমা’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করছিলেন দুজন। ছবিটি বাংলাদেশের বক্স অফিসে সাফল্য পেয়েছিল। ছবির মুম্বইয়ের সেটে কিছুদিন আগেই মহেশ ভাট এসেছিলেন। বাংলাদেশি সিনেমা নিয়ে নাকি শাকিবের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ তাঁর কথা হয় শাকিবের সঙ্গে। কথাবার্তার পর বাংলাদেশি তারকাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেট ছাড়েন বলিউডের পরিচালক-প্রযোজক।